এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থীর হলফনামায় গরমিল

পুজোয় বিজ্ঞাপনে এলইডি বোর্ডে আকাশছোঁয়া কর পুরসভার ৩

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ১০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.09.2026, Vol. 20 Issue No. 105, 8 Pages, Price 3.00

পুজোর আগেই অর্থলাভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের জন্য বড় স্বস্তির ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। অক্টোবর মাসের বেতন, মজুরি, স্টাইপেন্ড, সাম্মানিক, পেনশন এবং পারিবারিক পেনশন ১৫ অক্টোবরই মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থ দপ্তর। বুধবার এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি গ্র্যান্ট-ইন-এইডভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতনও ওই দিনই দেওয়া হবে। একই সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন ও পারিবারিক পেনশনও ১৫ অক্টোবর তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। চলতি বছরের ঘোষিত বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর)-এর সুবিধাও, যেখানে প্রযোজ্য, অক্টোবর মাসের অর্থপ্রদানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত দিনে নির্বিঘ্নে অর্থপ্রদান নিশ্চিত করতে ট্রেজারি, ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার (ডিডিও) এবং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় বিল ও নথি আগাম জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, দুর্গাপুজোর কেনাকাটা ও উৎসবের অন্যান্য খরচের কথা মাথায় রেখেই আগেভাগে বেতন ও পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তা সরাসরি উপকৃত হবেন।

ব্যাংক খোলা রবিবারেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের আগে গ্রাহকদের সুরাহায় পদক্ষেপ কেন্দ্রের। আগামী রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ছুটির দিনেও গ্রাহকদের জন্য খোলা থাকছে ব্যাঙ্কের দরজা। বুধবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সব রাষ্ট্রায়ত্ত এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত টানা তিন দিন দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ)। যার ফলে মাসের শেষে টানা পাঁচদিন ব্যাঙ্কের পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। এবার কর্মী সংগঠনের পালটা পদক্ষেপ করল কেন্দ্রও। অর্থ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবারও খোলা রাখতে হবে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। সেটা না হলে আমজনতা চরম সমস্যায় পড়ে যেতে পারে।

আদানির আরোগ্য মন্দিরের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্পে নতুন বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে শিল্পপতি গৌতম আদানির সঙ্গে আজ বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুপুর ১২টায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য, পরিকাঠামো এবং সম্ভাব্য নতুন বিনিয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা। নবান্নেই ওই বৈঠক হওয়ার কথা প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছে। তবে সেই বৈঠকের আগে সকালে তাজ বেঙ্গল হোটেলে উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে গৌতম আদানি বৈঠক করবেন। শহরে এসে সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে গৌতম আদানি তাঁর কর্মসূচি শুরু করবেন। এদিন সকালে নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত ২,০০০ শয্যার ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর ভূমিপুজোয় উপস্থিত থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী।

চলতি অর্থবর্ষে দেড় লক্ষ নিয়োগ

সরকারি শূন্যপদ পূরণে সিলমোহর রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোয় দীর্ঘদিনের কর্মী সংকট কাটাতে বিপুল সংখ্যক নিয়োগ শুরু করছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে জমে থাকা শূন্যপদ পূরণে চলতি অর্থবর্ষেই ১ লক্ষ ৫১ হাজার কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রিসভা। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রের দাবি, আগামী ছ'মাসের মধ্যেই ধাপে ধাপে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন পুলিশ বাহিনীতে। রাজ্য পুলিশে ১২ হাজার এবং কলকাতা পুলিশে ৪ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কর্মীসংকটের কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে তদন্ত ও প্রশাসনিক কাজে যে চাপ তৈরি হয়েছে, তা কমাতেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনের দাবি।

শুধু পুলিশ নয়, রাজ্যের একাধিক সরকারি দপ্তরেও দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যত বন্ধ ছিল। অবসর, পদত্যাগ এবং নতুন পদ সৃষ্টির ফলে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ তৈরি হলেও নিয়োগ না হওয়ায় সরকারের কাজে প্রভাব পড়ছিল। বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা সেই পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনেন। এরপরই সব দপ্তরের শূন্যপদের হিসাব খতিয়ে দেখে বৃহৎ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রশাসনিক পরিকাঠামো সম্প্রসারণের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে একটি নতুন সংশোধনাগার তৈরির প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সংশোধনাগারগুলির উপর চাপ কমানো এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

এ দিনের বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আয়ুষ বিভাগকে আলাদা করে স্বতন্ত্র দপ্তর গঠনের সিদ্ধান্তেও সিলমোহর পড়েছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথি পরিষেবার সম্প্রসারণে পৃথক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে। বুধবার সেই ঘোষণাই কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

আদানির পাশাপাশি আম্বানিও, রাজ্যে শিল্পে সুখবর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্প স্থাপন নিয়ে বিরাট সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আদানিদের পাশাপাশি রিলায়েন্স গোষ্ঠীর বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় তিন থেকে চারটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে মুকেশ আম্বানির সংস্থা। সেই ঘোষণা এসেছে শিল্পপতি গৌতম আদানির সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকের ঠিক আগের দিন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রিলায়েন্সের পর আদানি গোষ্ঠী, জিন্দাল গোষ্ঠী-সহ একাধিক শিল্পগোষ্ঠীও পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে।

বুধবার মিলনমেলায় ৩২টি শিল্প সংস্থার হাতে জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি মুম্বইয়ে মুকেশ আম্বানি ও অনন্ত আম্বানির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে রিলায়েন্স গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে তিন-চারটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছে। আগামী সপ্তাহেই সংস্থার একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসে সম্ভাব্য প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করবে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বৃহস্পতিবার সকালে নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত ২,০০০ শয্যার ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর ভূমিপুজোয় উপস্থিত থাকবেন তিনি। সেখানে শিল্পপতি গৌতম আদানি ও করণ আদানির সঙ্গে বৈঠকও হবে। তাঁর দাবি, হাসপাতালের ১,০০০টি শয্যা গরিব মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, বাকি ১,০০০টি বাণিজ্যিক পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত হবে।

ফের নেশার দ্রব্যে শুভেন্দুর রোলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের পর এ বার ইকো পার্কে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ ধ্বংস অভিযান করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নেশার দ্রব্যের উপর দিয়ে রোলার চালালেন তিনি। সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন, নেশার দ্রব্য বাজেয়াপ্ত এবং তা নষ্ট করার বিষয়ে তাঁর সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতেই চলবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘নেশামুক্ত ভারত’ অভিযান অগ্রাধিকার পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। শুভেন্দুর অঙ্গীকার, যুবসমাজকে নেশামুক্ত করতেই হবে।

বুধবার বিধাননগরে ‘নেশামুক্ত ভারত ২০২৯’ কর্মসূচির সূচনায় তিনি জানান, গত পাঁচ মাসে মাদকবিরোধী অভিযানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিএসএফ, এসটিএফ, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ দিন বিধাননগরে প্রায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ধ্বংস করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩১ কোটি টাকা। এর আগে বালুরঘাটে ২ লক্ষ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ধ্বংস করা হয়েছিল, যার মূল্য ছিল প্রায় ২০ কোটি টাকা। তাঁর দাবি, সম্প্রতি বারুইপুর-সহ একাধিক অপরাধের ঘটনায় মাদকের যোগ সামনে এসেছে। তাই সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ আফিম ও গাঁজার চাষ ধ্বংস করার পাশাপাশি মাদক পাচারের উৎস বন্ধ করাই এখন সরকারের লক্ষ্য। তিনি জানান, এ দিনই অসম থেকে এক কুখ্যাত মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগের সরকারের আমলে এসটিএফের তদন্তের ক্ষমতা আইনি জটিলতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমান সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সেই ক্ষমতা বহাল রেখেছে। ফলে এসটিএফ এখন স্বাধীনভাবে তদন্ত, চার্জশিট এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

একই সঙ্গে তিনি জানান, দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার উদ্যোগে কয়েকটি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ প্রস্তুতকারী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে আর সরবরাহ না করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে সরকার শুধু সেই আশ্বাসে নির্ভর করবে না বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘আমাদের মিশন শুধু ফটোসেশনে শেষ হবে না। নেশামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে উৎস থেকে মাদক নির্মূল করা হবে।’

জ্ঞানেশের আগুনে কমিশনের ছাই

‘সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত’, বিতর্ক উড়িয়ে বিবৃতি জারি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশনের অন্দরে গত ১০ মাসে একাধিক বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল বলে প্রকাশিত রিপোর্ট ঘিরে সম্প্রতি যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, বুধবার সেই বিতর্কে ইতি টানল কমিশন। বিতর্ক ইস্যুতে এদিন পাল্টা বিবৃতি দিল কমিশন। কমিশনের স্পষ্ট বক্তব্য, বহু-সদস্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আলাদা মত বা আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক। তবে শেষ পর্যন্ত গত এক বছরে নেওয়া কমিশনের সব সিদ্ধান্ত ন্ই সর্বসম্মত হয়েছে বলে সেই বিবৃতিতে দাবি করা হয়।

বুধবার প্রকাশিত এই বিবৃতিতে কমিশন জানায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় আধিকারিক বা কমিশনারদের মধ্যে ভিন্ন মত থাকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অংশ। তবে সংবাদমাধ্যমের একাংশে অভ্যন্তরীণ আলোচনার কিছু অংশ তুলে ধরে কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেই পাল্টা অভিযোগ তোলে কমিশন। এইক্ষেত্রে কমিশনের দাবি, আইন মেনেই যাবতীয় প্রশাসনিক নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১০ মাসে কোটি কোটি নির্দেশ জারি হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট মন্তব্য বা আপত্তিকে আলাদা করে দেখালে পুরো প্রক্রিয়াটির ছবি পাওয়া যায় না বলেও কমিশন জানিয়েছে।

সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, তিন সদস্যের কমিশনের দুই সদস্য নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী গত ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার লিখিত ভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি জানান। তাঁদের আপত্তির বিষয়গুলির মধ্যে ছিল নতুন ভোটারের নাম নথিভুক্ত করা, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, নাম পুনর্বহাল এবং ভোটার তালিকার তথ্যভান্ডার পরিচালনার পদ্ধতি ছিল।

সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভোটার হওয়ার জন্য ব্যবহৃত ফর্ম ৬-এ এসআইআর সংক্রান্ত নতুন প্রশ্ন যুক্ত করা নিয়েও আপত্তি তোলা হয়। এই প্রসঙ্গে দুই কমিশনারের বক্তব্য ছিল, নিয়ম সংশোধন না করে এই ভাবে ফর্ম বদলানো যায় কি না, তা নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের আপত্তিতে কোনও কোনও পদক্ষেপকে ‘বিধিবদ্ধ নয়’ এবং ‘অবৈধ’ বলেও চিহ্নিত করা হয় বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

ভোটার তালিকার তথ্য কারা নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছিল। ওই রিপোর্টে বলা হয়, ভোটার তালিকার তথ্যভান্ডারে রাজ্যস্তরের আধিকারিকদের প্রবেশাধিকার কমে গিয়ে দিল্লিকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে দুই কমিশনার আপত্তি জানান। এই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিবের কাছেও চিঠি দেন বলেও ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর নিয়েও আপত্তির কথা উঠে আসে ওই প্রতিবেদনে। বিশেষ করে আদালতের নির্দেশে যেসব ভোটারের নাম পুনর্বহাল হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের তরফে আপিল করার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। গত সপ্তাহে কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর সংক্রান্ত ৩৮ লক্ষের বেশি আপিল এখনও বিচারাধীন রয়েছে। অন্য দিকে কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত কয়েক মাসে এসআইআর-সহ প্রায় ৪০টি নতুন উদ্যোগ ও নির্বাচনী সংস্কার চালু করা হয়েছে। কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে নির্বাচনও পরিচালিত হয়েছে কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই।

‘নাটক বন্ধ হোক’, সেশনের স্মৃতি ফিরিয়ে তোপ পদ্মের

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: অহেতুক ভোটচুরির নাটক করে নির্বাচন কমিশনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে’ প্রকাশিত প্রতিবেদন নিয়ে এবার পালটা কংগ্রেসকেই কাঠগড়ায় তুলল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের সাফ কথা, বারবার ভোটচুরি ভোটচুরি করাটা এবার বন্ধ হোক। কমিশনে যদি কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হয়েছে কংগ্রেস আমলে। পদের লোভে কাজ করাটা কংগ্রেসই শিখিয়েছে।

বুধবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম বুধবার বিস্ফোরক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনে ঘোরতর ভিন্নমতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে! অপর দুই কমিশনারের বক্তব্য উপেক্ষা করে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার গত ১০ মাসে বিভিন্ন বিষয়ে অন্তত ১৪ বার কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের লিখিত আপত্তি জানিয়েছিল দুই নির্বাচন কমিশনার। ভোটার তালিকায় নতুন নাম সংযোজন, বাদ দেওয়া, বাদ দেওয়া নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় সংযোজনের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশীর সম্মতি ছিল না। যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে।

এবার মুখ খুলল বিজেপিও। বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, ‘নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গড়বড় আছে, এই ধারণাটা ভাঙা দরকার। বারবার ভোট চুরি করে জিতছি, এই ভ্রান্ত ধারণা বন্ধ করতে হবে। কংগ্রেস এবং শরিকদের মিথ্যার চক্রব্যূহ একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত ভাঙতে হবে।’ পাত্রর দাবি, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি যদি কোথাও হয়ে থাকে তাহলে সেটা হয়েছে কংগ্রেস আমলে। দুর্নীতির জন্মই কংগ্রেস থেকে হয়েছে।

ফের ভোট হোক, দাবি মমতার, চান গ্রেপ্তারিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সরাসরি গ্রেপ্তারের দাবি তুললেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্নির্বাচনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার ফেসবুক লাইভে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে মমতার অভিযোগ, বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের অন্য দুই কমিশনারের আপত্তি উপেক্ষা করে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ফেসবুক লাইভে মমতা বলেন, ‘বিজেপি এবং জ্ঞানেশ কুমার একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি। দু’জনে মিলে বাংলার নির্বাচন লুট করেছে। নৈতিক জোর থাকলে আমাদের ভোট ফিরিয়ে দিন।’ তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়াই বিজেপির নির্বাচনী সুবিধার কারণ হয়েছে। সেই প্রক্রিয়াকে ‘সবচেয়ে বড় ঘোটালা’ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে গ্রেপ্তার করতে হবে।’

মমতার এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, তআমি নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নই।দ তবে বিরোধীদের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে তাঁর বক্তব্য, সরাসরি ভোটে জিততে না পেরে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে।

সম্বিতের প্রশ্ন, যদি এসআইআরের কারণে বিজেপির সুবিধা হয়ে থাকে, তবে সবচেয়ে বেশি ভোটার বাদ পড়া আসনগুলিতে তৃণমূল জিতল কীভাবে? উদাহরণ হিসেবে তিনি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রের কথা তুলে ধরে দাবি করেন, সেখানে প্রায় ৯১ হাজার ভোটারের নাম বাদ গেলেও তৃণমূল প্রার্থী নুর আলম ৬১ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন।

স্পিকারের পদক্ষেপে সুপ্রিম কোর্টের নজর

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: এনসিপিআই ইস্যুতে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ের করেছিলেন মামলা। বুধবার ছিল সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার শুনানি। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ অফিশিয়ালি এখনই জানতে চায়নি স্পিকার কত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে, সওয়াল-জবাব পর্ব চলাকালীন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে আর্জি জানান, অধ্যক্ষের পদ যেহেতু স্বতন্ত্র সাংবিধানিক। সেই কারণে সুপ্রিম কোর্ট একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাকে নির্দেশ দিতে পারে না। তবে, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, গোটা বিষয়টিতে স্পিকারের পদক্ষেপ নজরদারিতে রাখবে কোর্ট।

শুনানি পর্বে প্রধান বিচারপতি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে বলেন, ‘অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলে সময় সীমা জানুন, কতদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ সলিসিটর জেনারেল জানান, স্পিকার স্বতন্ত্র সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তার কাজে সুপ্রিম কোর্টের মত আরেকটি সাংবিধানিক সংস্থার নজরদারি কাম্য নয়।

এই আবেদন মেনে আদালত স্পিকারকে নির্দেশ না দিলেও, এই কেসে সুপ্রিম কোর্ট যে মনিটরিং করবে তা বুঝিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি। এনসিপিআই-কে চার সপ্তাহের মধ্যেই জবাব দেওয়ার নির্দেশ। তিন মাস পার হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেন কার্যকরী পদক্ষেপ

করা হয়নি। সেই কারণেই স্পিকারের পদক্ষেপ মনিটর করবে সুপ্রিম কোর্ট। পর্যবেক্ষণে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী।

অপরদিকে, আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এনসিপিআই-কে বারবার সময়

এনসিপিআই

দেওয়া নিয়ে আপত্তি তোলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, আগের দিনও কোর্ট বলেছিল, স্পিকার এই বিষয়ে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিক। সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ সম্মান দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ‘আদালতের ইচ্ছাকে সম্মান করা স্পিকারেরও উচিত। সেইটাই প্রধান বিচারপতি বলেছেন আমাদের পর্যবেক্ষণকেও সম্মান দেওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, আমরা এখনই নির্দেশ দেব না। তবে দেখতে চাইছি স্পিকার কী কী পদক্ষেপ করছেন এই বিষয়ে। এরপর কোর্ট বলেছে কত দিনের মধ্যে তোমরা উত্তর দেবে? ওরা চার সপ্তাহ সময় চেয়েছে।’

তিন খুন, তিন পণবন্দি.. এনকাউন্টার

লখনউ, ২৩ সেপ্টেম্বর: স্ত্রী, পুত্র-সহ দুই পুরোহিতকে গুলি করে খুন, ধরা পড়ার ভয়ে তিন সন্তানকে পণবন্দি! মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয় উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে। ৩ শিশুকে উদ্ধার করতে মাঝরাতে নামে কমান্ডো বাহিনী। ৬ ঘণ্টার টানটান নাটক, গুলির লড়াইয়ের পর এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে অভিযুক্তের। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অরবিন্দ সিং। পুলিশের দাবি, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত টানা অভিযানের পর পুলিশের গুলিতে জখম হন অরবিন্দ। তাঁকে

দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজমগড়ের শম্ভুপুর গাজির বাসিন্দা অরবিন্দ। বছর দুয়েক আগে গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর ভাইয়ের। এরপর থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি। অরবিন্দের স্ত্রী ও মা বাড়িতে শান্তিযজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। তাতে মত ছিল না অরবিন্দের। তাঁর বাড়ি না থাকার সুযোগ নিয়ে শনিবার থেকে বাড়িতে শান্তিযজ্ঞ শুরু হয়। মঙ্গলবার ছিল যজ্ঞের চতুর্থ দিন। হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে এইসব কাণ্ড দেখে রেগে যান অরবিন্দ। মারমুখি হয়ে ওঠেন বাড়ির লোকের উপর। ২ পুরোহিতকে গালিগালাজ করতে শুরু করেন। প্রতিবাদ করায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই সময় ঘরের মধ্য থেকে নিজের রিভলভার বের করে প্রথমে স্ত্রী ববিতাকে গুলি করেন। এরপর দুই পুরোহিত মহেন্দ্র পাঠক (৬০) এবং অখিলেশ মিশ্র (৫০)-কে গুলি করেন অরবিন্দ।

এই কাণ্ড দেখে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা পালিয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেন। খবর যায় পুলিশেও। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ৬ থেকে ৮ বছর বয়সি তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। এরপরই পুলিশ এসে তাঁকে আত্মসমর্পন করতে বললেও কথা শোনেননি অরবিন্দ। অবশেষে ৩ শিশুকে উদ্ধার করতে গুলির লড়াই শুরু হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, NIMESH DOSHI, S/o Jaysukhlal Doshi residing at 26/1, Ballygunge Circular Road, 2nd Floor, Suit No. 5, P.O.-Ballygunge, Kolkata-700019 declare that I have changed my name NIMESH JAYSUKHLAL DOSHI to NIMESH DOSHI and henceforth I shall be known as NIMESH DOSHI in all purpose, vide Affidavit sworn before the Notary Public at Alipore, South 24 Pgs. on 23.09.2026. NIMESH DOSHI and NIMESH JAYSUKHLAL DOSHI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, VAISHALI DOSHI, W/o NIMESH Doshi residing at 26/1, Ballygunge Circular Road, 2nd Floor, Suit No. 5, P.O.-Ballygunge, Kolkata-700019 declare that I have changed my name VAISHALI NIMESH DOSHI to VAISHALI DOSHI and henceforth I shall be known as VAISHALI DOSHI in all purpose, vide Affidavit sworn before the Notary Public at Alipore, South 24 Pgs. on 23.09.2026. VAISHALI DOSHI and VAISHALI NIMESH DOSHI both are same and one identical person.

Name Change

I, **ANJALI MUKHERJEE,** D/o Sambhu Nath Mukherjee, at present residing at Chak Harinavi, Rajpur Sonarpur (M), P.O. Subhasgram, P.S. Sonarpur, Dist: South 24 Parganas, Kolkata – 700147, and my previous address at 10H/2 Sashi Bhusan Dey Street, Bowbazar, Kolkata – 700012, do hereby declare that in my Aadhaar Card No. 7799 5617 7537, my name has been wrongly recorded as **"ANJANI MUKHERJEE"** instead of my correct name **"ANJALI MUKHERJEE"**, which is rightly recorded in my PAN No. CHRPM1094E, Voter ID Card No. WKJ2046464, and Madhyamik Admit Card Roll No. A09592G/0070. I have also made an Affidavit vide No. 98, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur, on 18.07.2026 **"ANJANI MUKHERJEE"** and **"ANJALI MUKHERJEE"** are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ALOKA DAS DAS (Old name), W/o Sanjib Kumar Das, D/o Sachindra Das, residing at 100/C, G. T. Road (West), P.O.- Mallickpara, P.S.- Serampore, Dist.- Hooghly, Pin- 712203, W.B., have changed my name from ALOKA DAS DAS (Old name) to ALOKA DAS (New name) and shall henceforth be known as ALOKA DAS (New name) in all purposes as declared by the affidavit vide Sl. No. 48 sworn before the Notary Public at Serampore Hooghly on 21.09.2025, ALOKA DAS (New name) and ALOKA DAS DAS (Old name) both are same and one identical person

AFFIDAVIT

I, **Dilip Saroj** S/O Funnilal Saroj residing at P-144/A, Mudiali Road, P.S. - Metiabruz, P.O. - Garden Reach, Kolkata- 700024 do hereby declare vide affidavit no. 80306 dated 15.09.2026 in the Court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas that my correct and actual name is Dilip Saroj and the same is recorded in my Aadhaar, PAN and Ration Card. My father's correct and actual name is Funnilal Saroj and the same is recorded in my Aadhaar, PAN and Ration Card but unfortunately my name is wrongly entered as Dilip Kumar in the Electoral Roll/Voter List of the year 2003 under Assembly Constituency 231- Narayanpur, Part no. 233, Serial no. 368 in place of Dilip Saroj. My father's name is wrongly entered as Chunnilal in the Electoral Roll/ Voter list of the year 2003 under 231- Narayanpur, Part no. 233, Serial no. 368 in place of Funnilal Saroj. Dilip Saroj and Dilip Kumar i.e. myself am the same and one identical person. Funnilal Saroj and Chunnilal i.e. my father is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা

[illegible]

নাম-পদবী

আমি তনুশ্রী মন্ডল, স্বামী সব্যসাচী দাস, পিতা- রঞ্জিত কুমার মন্ডল গ্রাম +পোস্ট পুরন্দরপুর, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ এর স্থায়ী বাসিন্দা। আধার কার্ডে (Vide No.4531 9712 2774) ও প্যান কার্ডে (Vide No. CSKPM 0658N) আমার নাম তনুশ্রী মন্ডল আছে এবং ভোটার কার্ডে (Vide No ZHR-1906940) ও আমার ছেলে কৌনিশ দাসের জন্ম সার্টিফিকেটে (Vide Regd. No. WB_BR_ 2018/20021/1/4346 dt. 27/08/2018) আমার নাম তনুশ্রী মন্ডল (দাস) আছে। সিউড়ি বীরভূম আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে তনুশ্রী মন্ডল পিতা রঞ্জিত কুমার মন্ডল এবং তনুশ্রী মন্ডল (দাস) স্বামী সব্যসাচী দাস এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইং 21/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, সদর কোর্টে 22476 নং এফিডেভিড বলে আমি, Arghya Mukherjee, S/o. Amit Mukherjee, R/o. Vill & P.O. Khanyan, P.S. Pandua, Dist. Hooghly-712147, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 71, dated 14.02.2006) আমার পিতার সঠিক নাম Amit Mukherjee-এর পরিবর্তে Amit Kumar Mukherjee লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমি ও পিতার সঠিক নাম Arghya Mukherjee, S/o. Amit Mukherjee লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পিতা Amit Mukherjee ও Amit Kumar Mukherjee ও Arghya Mukherjee S/o. Amit Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 16/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 22269 নং এফিডেভিড বলে আমি Tapan Das S/o. Nitai Das ও Tapan Kr Das S/o. N C Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/07/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10547 নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Banerjee S/o. Murari Mohan Bandyopadhyay ও Rabin Bandyopadhyay S/o. M. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 23/09/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, হুগলী, সদর কোর্টে 790 নং এফিডেভিড বলে আমি, Tahir Ali Mallick, S/o. Late Bilo Mallick, R/o. Teharia, Adcconagar, Mogra, Hooghly, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে (Being No. XXXX XXXX 3137) আমার সঠিক নাম Tahir Ali Mallick-এর পরিবর্তে Taher Ali Mallick লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Tahir Ali Mallick লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Tahir Ali Mallick ও Taher Ali Mallick S/o. Late Bilo Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01/07/1967 যাহা আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)আনন্দময়ী চট্টোপাধ্যায়,** স্বামী ৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, **২)প্রথমা মুখোপাধ্যায়,** স্বামী সুকুমার মুখোপাধ্যায়, **৩)কাকলী ভট্টাচার্য্য,** স্বামী মৃণাল কান্তি ভট্টাচার্য্য, **৪)সৌরভ চট্টোপাধ্যায়,** পিতা ৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়/মহাশয়াগণ, বিগত ইং ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-07228/2024** নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে, আমাকে **(৫)সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়,** পিতা ৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১,২,৪,৫নং এর সাকিম বৈঁচীগ্রাম পশ্চিমপাড়া, বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ এবং ৩নং এর সাকিম ১০৪/২ রামলাল দত্ত রোড, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-02742/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ সুলতান মাহমুদ,** পিতা সেখ গোলাম ময়নদ্দীন, সাকিম আলিপুর, বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচী, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৮৬১, ৭৮৫৭, ৭৮৫৮, ৭৮৫৯ ও ৭৮৬০ নং খতিয়ান হইতে, ১)সাবেক ৮৩৫৩ তথা হাল এল.আর. ৮৩৭৪ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৯ শতক তন্মধ্যে **২.৩০ শতক** সম্পত্তি এবং ২)সাবেক ৮৩৫৪ তথা হাল এল.আর. ৮৩৭৫ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ১১ শতক তন্মধ্যে **৮.৭০ শতক** সম্পত্তি, একুনে পাঁচটি খতিয়ান হইতে, দুইটি দাগে মোট **১১ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ সুলতান মাহমুদ,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পান্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **ওয়াশিম উদ্দিন আহমেদ,** পিতা মহিউদ্দিন আহমেদ, সাকিম মিঠাপুকুর, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয় বিগত ইং ১০/০৪/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-03153/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, আমার মক্কেল **কাজী নিজাম উদ্দিন,** পিতা মরহুম কাজী খোদারাখা, সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইংরাজি ১৯/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-02139/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সমীর আনসারী, ২)সাকিল আনসারী, ৩)সোহেল আনসারী,** সকলের পিতা সফিক আনসারী, সকলের সাকিম মিঠাপুকুর, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়গণকে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, জে.এল নং ৫০, হাল এল.আর. ৮১০ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৪৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮৭ শতক মধ্যে ০.১১২৫ অংশে ১০ শতক তন্মধ্যে **২ কাঠা ২ ছটাক ২৪ বর্গফুট** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)সমীর আনসারী, ২)সাকিল আনসারী, ৩)সোহেল আনসারী,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ **নামে** নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী অনির্বাণ দত্ত,** পিতা ৺বিজয় কুমার দত্ত ওরফে বিজন দত্ত, সাকিম সাহগঞ্জ মেন রোড নিউ পোষ্ট অফিস, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১০৪, মহাশয় বিগত ইং ২২/০২/২০১৮ তারিখে ডি.এস. আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-00100/2018** নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(২)শ্রীমত্যা তাপসী দত্ত,** স্বামী ৺বিজয় কুমার দত্ত ওরফে বিজন দত্ত, সাকিম সাহগঞ্জ মেন রোড নিউ পোষ্ট অফিস, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১০৪), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি, সম্পত্তির অপর শরিকগণ **৩)শ্রী অনিরুদ্ধ দত্ত,** পিতা ৺বিধান কুমার দত্ত, **৪)শ্রীমত্যা মীরা দত্ত,** স্বামী ৺বিধান কুমার দত্ত, ও **৫)শ্রী বিমান কুমার দত্ত,** পিতা ৺প্রভাস চন্দ্র দত্ত, মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০২/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-01645/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী তপন ব্যানার্জ্জী,** পিতা ৺তারাপদ ব্যানার্জ্জী, সাকিম বৈঁচিগ্রাম দক্ষিণ পাড়া, বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচি, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৭১৮, ১৭৪৫, ১৭৬৯ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ৪৪৯৬ তথা হাল এল.আর. ৪৬৬২ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ১২ শতক তন্মধ্যে **৪.১৩ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী তপন ব্যানার্জ্জী,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পান্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- শ্রীমত্যা তাপসী দত্ত, আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কুমকুম বসু,** স্বামী ৺রবীন্দ্রনাথ বসু, সাকিম নৈপুকুর রাজারহাট, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০১৩৫, মহাশয়া বিগত ইং ০৭/০৮/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-06374/2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রবীর সরকার,** পিতা ৺গৌরাঙ্গ সরকার, সাকিম সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছেন। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, ৩৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৮২৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৪৬০/১০৭৯ নং তথা হাল এল.আর. ৭৮০ নং দাগে দোকান ষোল আনায় ১১ শতকের মধ্যে ০.২৮৯৪ অংশে **৩.১৩ শতক** সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী প্রবীর সরকার,** উক্ত আমমোক্তারকৃত তপশীল সম্পত্তি, পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **বলাগড় ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু) চন্দননগর আদালত, হুগলী

PUBLIC NOTICE

That my client Hasibul Shaikh lost/ misplaced the Original Deed vide Being No. 3381/1997 of SR Chapra which was in his custody. GDE Lodged at Kotwali PS Vide GDE No.1289, Dated 21/09/2026 If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.
Insta Legal Services.
Adv. Pranayan Chandra, 8777407081.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী আশীষ পাকিরা,** পিতা ৺জটাধর পাকিরা, **২)শ্রীমত্যা মাধবী পাকিরা,** স্বামী ৺জটাধর পাকিরা, উভয়ের সাকিম নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, **৩)শ্রীমতী রীনা মান্না,** স্বামী শ্রী অরুন মান্না, সাকিম কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭, **৪)শ্রীমতী মানসী কোলে,** স্বামী বাসুদেব কোলে, সাকিম বালিয়া, বাহিরখণ্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, **৫)শ্রীমত্যা নিলীমা দে,** স্বামী ৺সঞ্জয় দে, সাকিম কৃষ্ণবাটী, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, **৬)শ্রীমত্যা সীমা দাস,** স্বামী ৺শৈলেন্দ্র নাথ দাস, সাকিম খাসেরচক্, ডিহিরতনপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২১/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-9293/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত কুমার পাকিরা,** পিতা ৺জটাধর পাকিরা, সাকিম নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা বিজয়পুর, জে.এল. নং ১৪৯, হাল এল.আর. ১১৮/১ নং খতিয়ান হইতে, ক)বিগত ইং ৩০/০১/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0308/2026 নং বিক্রয় কোবাল দলিল মূলে **১)শ্রী প্রশান্ত কুমার দে,** ও **২)শ্রী বাবুলাল দে,** উভয়ের পিতা শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দে, সাকিম বিজয়পুর, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, মহাশয়দ্বয়কে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৫৯ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৮ শতক তন্মধ্যে **১৫.৭৫** শতক এবং আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৬০ নং দাগে খাল ষোল আনায় ৪০ শতক তন্মধ্যে **৬.১৩** শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট **২১.৮৮ শতক** সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এবং খ)বিগত ইং ২৫/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3829/2026 নং বিক্রয় কোবাল দলিল মূলে **শ্রী শম্ভু মান্না,** পিতা শ্রী মহাদেব মান্না, সাকিম বিজয়পুর, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, মহাশয়কে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩১৮ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৯ শতক তন্মধ্যে **১৭ শতক** সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী প্রশান্ত কুমার দে, ২)শ্রী বাবুলাল দে ও ৩) শ্রী শম্ভু মান্না,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **হরিপাল ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **তাপস ঘোষ,** (উকিলবাবু), **জেলা জজ** আদালত, **চুঁচুড়া,** হুগলী, **৯৪৭৪১৯৬৯৩৭**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা।
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শিল্পায়নের লক্ষ্যে বাংলায় বড় ধরনের বিনিয়োগ হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : তৃণমূল জমানায় রাজ্যে কোনও ভারী শিল্প আসেনি। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বাংলায় শিল্পবিমুখ ভাবমূর্তি বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে নতুন সরকার। একের পর এক বিনিয়োগ আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুম্বইয়ে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বাংলায় শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই উচ্চপর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিল্পায়ন ইস্যুতে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, শিল্পায়নের লক্ষ্যে বাংলায় বড় ধরনের বিনিয়োগ হবে। মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় বেশি মাত্রায় বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী শীর্ষ শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মন্ত্রীর দাবি, বাংলায় বড় ধরনের বিনিয়োগ হবে। শিল্পপতিদের সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, রাজ্যে সিন্ডিকেট রাজ বরদাস্ত করা হবে না। প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি লন্ডনে আদানি গোষ্ঠীর কর্তা বিনোদ আদানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিং। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, বিনোদ আদানির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। আদানি গ্রুপকে বাংলায় বেশি করে বিনিয়োগ করা দরকার। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মন্ত্রী জানান, বন্ধ ও রুগ্ন কারখানাকে ফের চাঙ্গা করতে হবে। তাহলে শীঘ্রই কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। নতুন শিল্প গড়তে সময় লাগবে। মন্ত্রী আরও জানান, সমস্ত চা বাগান খুলে যাবে। কয়েকটি স্পিনিং কারখানা বন্ধ আছে। সেগুলো খুলতে হবে। বন্ধ থাকা দু’তিনটি জুটমিল নিয়ে আলোচনা চলছে। নৈহাটির গৌরীপুর জুটমিল বহু বছর ধরে বন্ধ। ওই মিলটাকে খোলার চেষ্টা করা হবে। মন্ত্রীর সংযোজন, নতুন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো তৈরি করতে তিন-চার বছর সময় লাগে। কিন্তু বন্ধ থাকা পুরনো কারখানা চালু করতে পারলে, বেকার যুবকরা চটজলদি চাকরি পাবেন। প্রসঙ্গত, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। উপনির্বাচনে ‘জোড়াফুল’ প্রতীক ফ্রিজ হওয়ায় কালীঘাট তৃণমূল লড়বে ‘ফুটবলার’ প্রতীকে। অপরদিকে ‘খাম’ প্রতীক নিয়ে লড়বে ঋতব্রত তৃণমূল। ওই দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে তাঁরা রেকর্ড মার্জিনে জয়লাভ করবেন। রেজিনগর কেন্দ্রেও তাঁরা অনায়াসে জিতবেন। মন্ত্রীর দাবি, রেজিনগরের মানুষ এর আগে কোনওদিন সুশাসন দেখেনি। তাঁহারা বেআইনি মাদ্রাসাগুলো ওখানে বন্ধ করা হয়েছে। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীরকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, উনি তো আওয়াজ তুলেছিলেন বাবরি মসজিদ হবেই। ওনার বাবরি মসজিদ কোথায় গেল। উপনির্বাচনে হুমায়ুন কবীর হয়তো একটা বুথে পোলিং এজেন্ট হয়ে বসে পারবেন। একটা লোক তো একাধিক বুথে এজেন্ট হয়ে বসতে পারেন না। মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে মন্ত্রী বলেন, মমতা ব্যানার্জি নিজেই খেলতে পারছেন না, উনি নিজের প্রতীক ‘জোড়াফুল’ নিয়ে লড়াই করতে পারলেন না। তাঁর কটাক্ষ, মমতা ব্যানার্জিকে এখন ‘ফুটবলার’ প্রতীকে লড়তে হচ্ছে। যদিও সেই ফুটবলে হাওয়া নেই, ওনার ফুটবল লিকেজে ভর্তি। মন্ত্রীর দাবি, এবারে খেলা তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। ২০২৬ সালের ৪ মে বাংলার মানুষ সেই খেলা দেখিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রীর মতে, আগামীদিনে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক কেরিয়ার হয়তো শেষ হয়ে যাবে।

পুজোর আগে দমকলে ২২৬ নতুন যান, ১,৪০০ পদে নিয়োগের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যের দমকল ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হল ২২৬টি নতুন ফায়ার ফাইটিং যান ও সরঞ্জাম। বুধবার রেড রোডে নতুন গাড়িগুলির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রায় ৯৪ কোটি টাকা খরচ করে কেনা এই সামগ্রীর মধ্যে আছে ১৯৮টি মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার, ২৫টি ওয়াটার টেন্ডার এবং তিনটি আর্টিকুলেটিং ওয়াটার টাওয়ার। এর পাশাপাশি দমকল বিভাগে ১,৪০০টি স্থায়ী পদে নিয়োগের ঘোষণাও করা হয়েছে।

নতুন গাড়িগুলির মধ্যে ১৯৮টি মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডারের প্রতিটির জলধারণ ক্ষমতা ২.৫ কিলোলিটার। ২৫টি ওয়াটার টেন্ডারে জল ধরবে ছয় কিলোলিটার করে। তিনটি আর্টিকুলেটিং ওয়াটার টাওয়ার দিয়ে ৩৬ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় জল পৌঁছনোর ব্যবস্থা থাকবে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, বাজার, শিল্পাঞ্চল এবং শহর ও শহরতলির বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলি কাজে লাগানো হবে।

বুধবার রেড রোডের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দমকল পরিষেবাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফায়ারফাইটিং রোবট ও ড্রোন ব্যবহারের পাশাপাশি হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর কথাও বলা হয়। রাজ্যে এখন ২৩টি নতুন ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ চলছে। বাজেটে আরও ১০টি নতুন ফায়ার স্টেশনের প্রকল্প ঘোষণার কথাও এদিন জানান তিনি। এছাড়াও কর্মী ঘাটতি মেটাতেও নতুন নিয়োগ করতে চলেছে দমকল। ১,৪০০টি স্থায়ী পদের মধ্যে ১,০০০টি ফায়ার অপারেটর, ৩২৫টি ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভার এবং ৭৫টি সাব-অফিসারের পদ আছে। আগামী এক বছরে আরও ২,৫০০টি স্থায়ী পদ তৈরির পরিকল্পনার কথা বুধবার জানান মুখ্যমন্ত্রী।

দমকল কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি দিতে তারাপীঠ ও নিউ মার্কেটের অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধারকাজে যুক্ত কর্মীদের ‘জীবনরক্ষা মেডেল’ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তারাপীঠে প্রায় ৩০ জন এবং নিউ মার্কেটে প্রায় ৮০ জনকে দমকলকর্মীরা উদ্ধার করার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। স্থায়ী ফ্রন্টলাইন কর্মীদের বছরে অতিরিক্ত ২৬ দিনের বেতনের সমপরিমাণ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। চুক্তিভিত্তিক অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটরদের মাসে অতিরিক্ত ২,০০০ টাকা ভাতার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগুন লাগার ঘটনা কমাতে ফায়ার সেফটি অডিট, নিয়মিত পরিদর্শন, মক ড্রিল এবং প্রশিক্ষণের উপরেও জোর দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

গঙ্গা-ফুলহার মাত্র ৫০০ মিটার দূরে, গঙ্গার গতিপথ বদলের আশঙ্কায় ফরাক্কা নিয়ে কেন্দ্রের দ্বারস্থ রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গঙ্গার গতিপথ বদলে ফুলহার নদীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মালদার মানিকচক ও ভুতনিতে। বর্তমানে দুই নদীর দূরত্ব এখন প্রায় ৫০০ মিটার বলে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি। যদি গঙ্গা ও ফুলহার মিশে যায়, সেক্ষেত্রে গঙ্গার মূল জলপ্রবাহ ফরাক্কা ব্যারাজকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করল রাজ্য সরকার। আর তার প্রভাব পড়তে পারে ফরাক্কা ব্যারাজের জলপ্রবাহ এবং কলকাতা বন্দরের নাব্যতার উপর। উদ্ভুত এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের কাছে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট সহ পাঠিয়েছে রাজ্য। এই প্রসঙ্গে গাঙ্গেয় অববাহিকার উপর তিন রাজ্যকে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগের দাবিও জানিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মানিকচক ও ভুতনিতে দীর্ঘদিন ধরেই গঙ্গার ভাঙন চলছে। রাজ্য সেচ দপ্তরের মতে, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে রাজমহল পাহাড় এবং সংলগ্ন গঙ্গার বুকে বড় আকারের চর তৈরি হওয়া নদীর প্রবাহ বদলের অন্যতম কারণ। তার প্রভাব পড়ছে মালদা ও মুর্শিদাবাদের নদীভাঙনে। ইতিমধ্যেই ওই বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন অংশ ভাঙনের কবলে পড়েছে। স্থানীয় জনবসতি ও কৃষিজমি রক্ষার জন্য এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করছে রাজ্য। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের সেচমন্ত্রী অরূপকুমার দাস বলেন, ‘নদীর এই ভাঙন মেরামত কোনও একটি রাজ্যের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার বিপুল অঙ্কের কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য এবং গঙ্গা অববাহিকার তিন রাজ্যকে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ।’ রাজ্যের আশঙ্কার কেন্দ্রে আছে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার বাস্তবতা। সেচ দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী, গঙ্গা ফুলহারের সঙ্গে মিশে গেলে নদীর জলপ্রবাহ ফরাক্কা ব্যারাজকে বাইপাস করে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে। তাতে ফরাক্কা ব্যারাজের জলপ্রবাহ ব্যবস্থা ধাক্কা খাবে। শুধু তাই নয়, ফরাক্কা দিয়ে পর্যাপ্ত জল ভাগীরথী-হুগলি নদীতে না এলে কলকাতা বন্দরের নাব্যতাতেও বড়সড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। যদিও মালদা-মুর্শিদাবাদ এলাকায় নদীভাঙন রোধ করতে ইতিমধ্যেই প্রযুক্তিগত সমীক্ষা ও পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। আইআইটি রুরকিকে দিয়ে এই প্রকল্পের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করানো হচ্ছে। এছাড়াও আইআইটি কানপুরের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও এই বিষয়ে জরুরি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছ থেকেও পরামর্শ পাচ্ছে রাজ্য।

এই বিষয় নিয়ে সেচমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আইআইটি রুরকিকে দিয়ে ইতিমধ্যে প্রকল্পের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করানো হয়েছে এবং আইআইটি কানপুরের বিশেষজ্ঞদের থেকেও আরও কিছু বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনও পরামর্শ দিয়েছে।’

যদিও রাজ্যের বক্তব্য, সমস্যাটি শুধু পশ্চিমবঙ্গের নদী ভাঙনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে বিহার ও ঝাড়খণ্ডও যুক্ত। তাই সংশ্লিষ্ট তিন রাজ্যকে নিয়ে একাধিক সমন্বয় বৈঠক করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত বলে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এখন নদীর গতিপথ পরিবর্তন কতটা হয়, সেদিকেই নজর রাখছে সেচ দপ্তর। একই সঙ্গে মানিকচক ও ভুতনিতে ভাঙন ঠেকানো এবং গঙ্গার প্রবাহের পরিবর্তন রুখতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার জোর প্রস্তুতি চলছে।

এবার দমকল কর্মীদের রাজ্য সরকার পদক দিয়ে সম্মানিত করবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের মতো এবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যের প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়া দমকলকর্মীদের রাজ্য সরকার এবার পদক দিয়ে সম্মানিত করবে। রেড রোডে দমকলের ২২৬টি আধুনিক গাড়ি ও সরঞ্জাম পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একথা ঘোষণা করেছে । একই সঙ্গে দমকলে প্রায় দেড় হাজার স্থায়ী কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তও তিনি ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ১,০০০ জন ফায়ার অপারেটর, ৩২৫ জন ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভার এবং ৭৫ জন সাব-অফিসার মিলিয়ে মোট ১,৪০০টি পদে নিয়োগ হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে আরও ২,৫০০টি স্থায়ী পদও তৈরি করা হবে। তাঁর দাবি, আগের সরকারের আমলে দমকলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হলেও এই ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দক্ষতানির্ভর বাহিনীতে স্থায়ী নিয়োগই প্রয়োজন।

দমকলকর্মীদের সাহসিকতার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তারাপীঠে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩০ জন এবং নিউ মার্কেটের ঘটনায় প্রায় ৮০ জনকে উদ্ধার করেছেন দমকলের কর্মীরা। তাঁদের এই বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ‘জীবন রক্ষা পদক’ দেওয়ার জন্য মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮টি মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার, ২৫টি বড় ওয়াটার টেন্ডার এবং ৩টি ৩৬ মিটার উচ্চতার আর্টিকুলেটিং ওয়াটার টাওয়ার-সহ মোট ২২৬টি আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ যান ও সরঞ্জাম পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর নির্দেশ, কলকাতা নয়, দার্জিলিং থেকে দিঘা এবং কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ; রাজ্যের সব প্রান্তে দ্রুত এই আধুনিক যান মোতায়েন করতে হবে।

চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্ম নিয়ে ‘আই উইদিন আর্ট’-এর উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন আর্ট নিলাম ‘দ্য অটাম প্যালেট’।

পূর্বাভাসমতোই বুধবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। জলমগ্ন খিদিরপুর রোড। *ছবি- অদিতি সাহা*

যাত্রীদের স্বার্থে মেট্রো স্টেশনে পানীয় জলের গুণমান ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

পিআরএসআই-এর উদ্যোগে কেরিয়ার লঞ্চ

কলকাতা: কলকাতায় পিআরএসআই (পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া) ‘কেরিয়ার লঞ্চ ২০২৬’-এ ৬১ জন পড়ুয়াকে কর্মজগতের উপযোগী করে তুলতে কর্মশালা করল আইসিসিআরে। উপস্থিত ছিলেন মোহন বোস, জয়শঙ্কর গোপালান, অনিন্দ্য দাস, নাবিক ভট্টাচার্য ও সপ্তালী বসু। পিআরএসআই কলকাতার চেয়ারম্যান সৌম্যজিৎ মহাপাত্র এবং ভাইস চেয়ারম্যান অনিন্দ্য দাসের নেতৃত্বে কেরিয়ার পরিকল্পনা, যোগাযোগ দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা নিয়ে আলোচনা হয়।

৩ দিন ব্যাংক ধর্মঘট, প্রয়োজনীয় লেনদেন সেরে রাখার পরামর্শ

কলকাতা: ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ) ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত তিনদিনের ধর্মঘটের প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ধর্মঘট চলাকালীন অত্যাবশ্যকীয় ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের জন্য সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা করবে, ফলে গ্রাহকদের নিম্নলিখিত অনুরোধ করা হচ্ছে, ধর্মঘটের তারিখের আগেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন করে রাখুন। নগদ টাকার প্রয়োজনে এটিএম/এডিডব্লিউএম ব্যবহার করুন (ধর্মঘট চলাকালীন অন্য ব্যাংকের এটিএম ব্যবহারে কোনো চার্জ প্রযোজ্য হবে না)। কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) ব্যবহার করুন। ইন্টারনেট ব্যাংকিং, বিওআই মোবাইল ব্যাংকিং, ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমকে অগ্রাধিকার দিন। এছাড়া, গ্রাহকদের সুবিধার জন্য শাখাগুলি ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার ব্যাংক খোলা থাকবে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৬ আশ্বিন ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

তথ্যহীন জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেই ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা

হুঁশিয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তথ্য ও উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া স্রেফ 'জনস্বার্থের' তকমা লাগিয়ে খামখেয়ালি মামলা ঠোকার প্রবণতায় বেজায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। এবার থেকে তথ্যহীন বা ভিত্তিহীন জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হলে সরাসরি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার কড়া হুঁশিয়ারি দিল আদালত। বুধবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের অহেতুক মামলার জেরে আসল জনস্বার্থ মামলার উদ্দেশ্যই বর্তমানে বিপন্ন হতে বসেছে।

এদিন শুনানির শুরুতেই পর পর কয়েকটি ভিত্তিহীন জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। এর পাশাপাশি আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা মানেই খামখেয়ালিপনা নয়। এ ধরনের মামলা করার একটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও আইনি পরিকাঠামো রয়েছে। যে কোনও সাধারণ বা তুচ্ছ বিষয়কে সামনে এনে জনস্বার্থের মামলা করা যায় না। এগুলি আদালতের বহুমূল্য সময় নষ্ট করে এবং তার ফলে প্রকৃত জরুরি জনস্বার্থের মামলাগুলির শুনানি অনর্থক পিছিয়ে যায়। এই অনভিপ্রেত প্রবণতা ঠেকাতে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বি ঘুগে কড়া বার্তা দিয়ে জানান, ভিত্তিহীন মামলা রুখতে এবার থেকে আদালত কড়া হাতে জরিমানা করতে বাধ্য হবে। সেই সঙ্গে এক অভিনব প্রস্তাব পেশ করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি জানান, জরিমানা বাবদ আদায় হওয়া অর্থ সোজা জমা পড়বে বার লাইব্রেরির তহবিলে এবং তা দিয়ে নতুন আইনি বই কেনা হবে। উপস্থিত আইনজীবীদের উদ্দেশে

প্রধান বিচারপতির স্পষ্ট বার্তা, 'আইনজীবীরা যদি এই ধরনের তথ্যহীন মামলা আদালতে টিকিয়ে রাখতে চান, তবে বার লাইব্রেরির বই কেনার খরচ জোগাতেও তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

শুধু আইনি নিয়মকানুনের কড়াকড়িই নয়, শুনানি পর্বে এক আইনজীবীকে ব্যক্তিগত স্তরেও পরামর্শ দিতে দেখা যায় প্রধান বিচারপতিকে। ওই মামলার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কেন এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় মামলার পিছনে অযথা ছুটছেন? কেন নিজের এবং আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন?' এর পরেই ওই আইনজীবীকে ইতিবাচক জীবনবোধের পরামর্শ দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই সবে সময় নষ্ট না করে সেই সময়টুকু নিজের স্বপ্ন এবং লক্ষ্যের পিছনে খরচ করুন। নিজের স্বপ্নের পিছনে দৌড়ান।'

এই প্রসঙ্গে আইন মহলের একাংশের মত, হাইকোর্টের এই শক্ত অবস্থান আগামী দিনে যত্রতত্র ভিত্তিহীন জনস্বার্থ মামলা দায়েরের প্রবণতায় বড়সড় লাগাম পরাবে। জনস্বার্থ মামলার পবিত্রতা রক্ষা করা এবং বিচারব্যবস্থার মূল্যবান সময় বাঁচাতে ডিভিশন বেঞ্চের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ আইনজীবীরা।

নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থীর হলফনামায় গরমিল

মনোনয়ন বাতিলের আর্জি জানিয়ে মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জন্ম আনুমানিক ১৯৬৫-৬৬ সালে, আর সেই একই ১৯৬৫ সালেই নাকি তিনি পাশ করে গিয়েছেন মাধ্যমিক। নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের নির্বাচনী হলফনামা সামনে আসতেই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে এক আলোড়ন। প্রার্থীর দেওয়া বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার দাবিতে এমন অলৌকিক তথ্য দেখে বিস্মিত বিরোধী শিবির। কীভাবে জন্মের বছরেই বা জন্মের আগে একজন শিক্ষার্থী দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারেন, সেই প্রশ্ন তুলে এবার আইনি লড়াইয়ে নামল কংগ্রেস। এরপর এই ইস্যুতে বুধবার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এই হাইভোল্টেজ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, মনোনয়ন পেশের পর নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হাসিরানি দেবীর হলফনামা খতিয়ে দেখতে গিয়েই এই 'বিস্ফোরক' অসঙ্গতি নজরে আসে বিরোধী শিবিরের। হলফনামায় বিজেপি প্রার্থী জানিয়েছেন তাঁর বয়স '৬০ বছর প্লাস'। অর্থাৎ, সাধারণ হিসেব অনুযায়ী তাঁর জন্ম সাল দাঁড়ায় ১৯৬৬ বা ১৯৬৫ নাগাদ। কিন্তু খটকা লাগে শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে। সেখানে লেখা রয়েছে, ১৯৬৫ সালে তিনি 'চৌখালী গঙ্গা পদ্মা মিলন কন্যা বিদ্যাপীঠ' থেকে দশম শ্রেণি পাশ করেছেন। অর্থাৎ, প্রার্থীর নিজের দাবি সত্যি ধরলে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাধ্যমিকের গণ্ডি পার করে ফেলেছিলেন!

বিতর্কের আগুনে ঘৃতাহুতি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস ভট্টাচার্য। প্রার্থীর উল্লেখিত স্কুলের ইতিহাস টেনে এনে তিনি দাবি করেন, 'যে স্কুলের কথা বলা হচ্ছে, সেটি ১৯৬৩ সালে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু তখন সেখানে কেবল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হতো। ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের জন্য সরকারি অনুমোদন ওই স্কুলটি পায় অনেক পরে, ১৯৭৩ সালে। তা হলে ১৯৬৫ সালে ওই স্কুলে মাধ্যমিকের অস্তিত্বই বা ছিল কোথায়, আর প্রার্থীরাই বা পাশ করলেন কী করে?' আর এমনই সব তথ্যকে সামনে এনে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবি তোলে কংগ্রেস। এরপর বিষয়টিকে আর শুধু রাজনৈতিক তর্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের এজলাসে নিয়ে যান কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী ঋজু ঘোষাল। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সওয়াল করেন, হলফনামায় দেওয়া এমন চরম ভুল ও অসম্ভব তথ্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পুরো বিষয়টি শোনার পর আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে।

নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে নতুন মামলা, আজ শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট যত এগিয়ে আসছে, ততই জটিল হচ্ছে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ঘিরে আইনি আবর্ত। আদালতে দেওয়া রাজ্যের প্রতিশ্রুতি কি কেবলই কথার কথা এ নিয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এই মারাত্মক প্রশ্ন তুলে দিলেন মিলন প্রধানের আইনজীবী। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, গত মঙ্গলবার মামলা চলাকালীন রাজ্যের তরফে আদালতকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তা রক্ষা করা হয়নি। উল্টে মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে নতুন করে আরও একটি মামলা ঠুকে দিয়েছে পুলিশ। এই খবর সামনে আসতেই তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয় আদালত কক্ষে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অবিলম্বে কংগ্রেস প্রার্থীর আইনজীবীকে এজলাসে আলাদা করে ডেকে পাঠাতে বাধ্য হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে রুজু হওয়া প্রতিটি মামলার বর্তমান আপডেট জানতে চান। শুনানি শেষে প্রার্থীর আইনজীবীর দ্রুত আবেদনের গুরুত্ব মেনে নিয়ে বৃহস্পতিবারই এই মামলার জরুরি শুনানির দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। প্রায় ১৯ বছরের পুরনো নথি ঘেঁটে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর এলাকা থেকে আচমকাই গ্রেপ্তার করা হয় নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী উত্তাল আন্দোলনের সময় খুন, খুনের চেষ্টা, বেআইনি অস্ত্র প্রদর্শন, অশুভ উদ্দেশ্যে জমায়েত এবং লুঠপাটের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সময় নন্দীগ্রাম থানায় তিনটি এবং খেজুরি থানায় একটি মামলা রুজু হয়েছিল। কিন্তু ভোটের ঠিক মুখে এত বছর আগের মামলা টেনে এনে গ্রেপ্তারির নেপথ্যে চক্রান্ত দেখছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন। তার ঠিক আগেই মিলনবাবুকে গ্রেপ্তার করে প্রচার ময়দান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চাল চেলেছে শাসক দল ও পুলিশ প্রশাসন। গ্রেপ্তারির পর থেকেই একের পর এক নিচু আদালতে মিলন প্রধানের জেল হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনি জটিলতা আরও ঘনীভূত হয়েছে। কারণ, নন্দীগ্রাম থানা এলাকার একটি পুরনো মামলায় হলদিয়া মহকুমা আদালত মিলন প্রধানকে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। অন্য দিকে, খেজুরি থানার একটি মামলায় বুধবার কাঁথি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ফলে স্পষ্ট যে, উপনির্বাচন পার না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থীকে জেলেই কাটাতে হতে পারে। এই চরম পরিস্থিতিতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিলন প্রধান। প্রার্থীর বিরুদ্ধে ঝুলতে থাকা বাকি ৬টি মামলায় পুলিশ যাতে কোনও দমনমূলক পদক্ষেপ বা গ্রেপ্তারি চালাতে না পারে, সে জন্য রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদনও জানানো হয়েছিল।

গত মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে হাইকোর্টকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, ওই ৬টি মামলায় মিলন প্রধান মূল অভিযুক্ত বা প্রধান অপরাধী নন। আদালতের সামনে রাজ্যের এই আশ্বাসে সাময়িক স্বস্তি পেয়েছিল কংগ্রেস শিবির। কিন্তু সেই স্বস্তির মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টাও স্থায়ী হয়নি। বুধবার প্রার্থীর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেন, রাজ্য তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে আশ্বাস দেওয়ার পরেও বুধবার সকালে মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগ শুনেই তৎপর হয়ে ওঠেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তিনি আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যকে কাছে ডেকে পাঠান এবং ঠিক কতগুলি ও কী কী ধারায় এই নতুন অভিযোগ আনা হয়েছে, তা জানতে চান। জবাবে প্রার্থীর আইনজীবী জানান, একের পর এক মামলা চাপিয়ে তাঁর মক্কেলের মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। এরপরই প্রার্থীর আর্জি মেনে বৃহস্পতিবারই মামলার দ্রুত শুনানির ঘোষণা করেন বিচারপতি। এখন বৃহস্পতিবার উচ্চ আদালতের এজলাসে রাজ্যের কী ব্যাখ্যা থাকে এবং বিচারপতি কী নির্দেশ দেন, তার ওপরই নির্ভর করছে নন্দীগ্রামের ভোট ময়দানে মিলন প্রধানের ভবিষ্যৎ।

'খাম' প্রতীক জট নিয়ে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, কমিশনকে রিপোর্ট তলবের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে যে 'খাম' প্রতীক নিয়ে ময়দানে লড়াই করে আসছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ), সেই একই প্রতীক অন্য একটি রাজনৈতিক দলকে কীভাবে বরাদ্দ করা হল, তা নিয়ে এবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের সাফ পর্যবেক্ষণ, একই প্রতীক দুটি আলাদা দলকে দিলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে অবস্থান স্পষ্ট করে আদালতে লিখিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।

ঘটনার সূত্রপাত তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইকে কেন্দ্র করে। জোড়াফুল শিবিরের অভ্যন্তরীণ বিরোধ চরমে উঠলে দলীয় নাম ও ঐতিহ্যবাহী 'ঘাসফুল' প্রতীকটি সাময়িকভাবে স্থগিত বা ফ্রিজ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। এরপর পরই কমিশনের তরফে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরকে 'ফুটবল খেলোয়াড়' এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেসকে 'খাম' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাজানি হতেই তীব্র প্রতিবাদ জানায় আইএসএফ নেতৃত্ব এবং তড়িঘড়ি কমিশনের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা। এদিন হাইকোর্টে শুনানির শুরুতেই আইএসএফ-এর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কমিশনের সিদ্ধান্তকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি সওয়ালে জানান, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্বাচনে আইএসএফ প্রতিনিয়ত এই 'খাম' প্রতীক ব্যবহার করে আসছে। কমিশনই তাদের এই প্রতীক বরাদ্দ করেছিল। আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, 'একটি নিবন্ধিত দল হিসেবে আইএসএফ যে প্রতীক দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছে, তা রাতারাতি অন্য একটি নবগঠিত দলকে দিয়ে দেওয়া হল কীভাবে? এর পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে? এতে সাধারণ ভোটাররা বিভ্রান্ত হবেন।'

এরপরই শুনানি চলাকালীন ক্ষুব্ধ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সরাসরি নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী অমৃতা পাণ্ডের কাছে কৈফিয়ত তলব করেন। বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'একই প্রতীক কীভাবে দুটি আলাদা রাজনৈতিক দলকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে? এতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা কোথায় থাকছে?'

আদালতের প্রশ্নের মুখে সাফাই দিয়ে কমিশনের আইনজীবী দাবি করেন, 'খাম' কোনো একক দলের জন্য সংরক্ষিত বা 'রিজার্ভড' প্রতীক নয়। এটি নির্বাচন কমিশনের 'ফ্রি সিম্বল' বা মুক্ত প্রতীকের তালিকাভুক্ত। ফলে আইনি এক্তিয়ার প্রয়োগ করেই কমিশন এই প্রতীক অন্য নিবন্ধিত দলকে বরাদ্দ করেছে। তবে কমিশনের এই যুক্তিতে একেবারেই সন্তুষ্ট হয়নি আদালত।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এক্সক্লুসিভ 'রিফ্লেকশন্স' এর উদ্বোধন

■ কলকাতা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ২৩ সেপ্টেম্বর আগরতলায় তাদের ফ্ল্যাগশিপ শোরুমে ৯ ক্যারেট গোল্ড ও ডায়মন্ড জুয়েলারির এক্সক্লুসিভ কালেকশন 'রিফ্লেকশন্স'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। 'রিফ্লেকশন্স' শুধুমাত্র সাশ্রয়ী ৯ ক্যারেট জুয়েলারির একটি কালেকশন নয়, এটি ৯ ক্যারেট গোল্ড ও ডায়মন্ড জুয়েলারির এক বিশেষ অভিব্যক্তি, যা আজকের গ্রাহকের আত্মবিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তর্নিহিত উজ্জ্বলতাকে প্রতিফলিত করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি উদ্বোধনী কালেকশনটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন। এই অনুষ্ঠানে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও গ্ল্যামার যোগ করেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণী তারকা প্রান্তিকা ও ত্রিপুরার গর্ব মিস্টার ইউনিভার্স মিঠুন দেববর্মা। তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিল হানা দেববর্মা ও রৌনক জানা । 'রিফ্লেকশন্স'-এর পছন্দের অলঙ্কারে সেজে তারা অনুষ্ঠানের জৌলুস ও উজ্জ্বলতাকে আরও বাড়িয়ে দেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা শুরুতে এই এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি কালেকশনটি উপস্থাপন করেন।

আইনজীবীর ওপর ডিম-হামলায় জেলা জজ ও এসপির কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাঙড় কলেজের অশান্তির ঘটনায় ধৃতদের হয়ে আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে এই অনভিপ্রেত হেনস্তার মুখে পড়তে হয় সিপিআইএম-এর তরুণ আইনজীবী নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত চত্বরে নিরাপত্তাহীনতা ও শৃঙ্খলাভঙ্গের এই ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে জেলা জজ এবং বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারের (এসপি) কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে-র ডিভিশন বেঞ্চ। রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর হাইকোর্ট এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। ভাঙড় কলেজে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অভিযোগ, এবিভিপি সমর্থকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন এসএফআই ও আইএসএফ সমর্থকরা। সোমবার সেই অশান্তি চরম আকার নেয়। কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতিকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া এবং এবিভিপি-র ছাত্রী সদস্যদের উদ্দেশ্যে কুৎসিত মন্তব্য ও অঙ্গভঙ্গির অভিযোগে ভাঙড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে চারজন পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার ধৃত ওই চার পড়ুয়াকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে হাজির করানো হলে তাঁদের পক্ষে সওয়াল করতে উপস্থিত হন আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। শুনানি চলাকালীন বিচারক এবিভিপি-র অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হওয়া দু'জন এসএফআই ছাত্রের জামিন মঞ্জুর করেন এবং বাকি দুজনকে আগামী ২৮ তারিখ পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আদালত সূত্রে খবর, ধৃতদের একাংশের জামিনের খবর ছড়াতেই চত্বরে থাকা এবিভিপি সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে শুরু হয় তীব্র স্লোগানবাজি। অভিযোগ,

পুলিশকর্মীদের উপস্থিতিতেই আইনজীবীর পোশাকে থাকা সায়নকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিম, চলে ব্যাপক হেনস্তা। এই ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় আদালত চত্বরে। খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হামলার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে সায়ন বলেন, 'আইনজীবীর পোশাক পরা সত্ত্বেও আদালতের ভেতরে পুলিশের সামনে হামলা চালানো হয়। এটি গণতন্ত্রের লজ্জা। রাজ্যজুড়ে কী চলছে তা মুখ্যমন্ত্রীর নিজের চোখে দেখা উচিত।'

এই ঘটনার জেরে বুধবার চরম উত্তেজনা ছড়ায় বারুইপুর মহকুমা আদালতে। আদালতের ভেতরে এহেন আক্রমণ ও নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদে বারুইপুর আদালতের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য, আদালত চত্বরে এই ধরনের হামলায় আদালতের পবিত্রতা ও আইনজীবীদের পোশাকের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সংগ্রামরত আইনজীবীরা দাবি জানান, জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং আদালত চত্বরে নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। বারুইপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আল্টিমেটাম দেওয়া হয়, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ছোড়ায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো থেকে পুনরায় সমস্ত বিচারবিভাগীয় কাজ বন্ধ রেখে কর্মবিরতি পালন করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পর সাময়িকভাবে আদালতের ফটক খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে, বুধবার সকালেই বারুইপুর আদালতের এই নজিরবিহীন ঘটনার কথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নজরে আনেন আইনজীবীদের একাংশ। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ অবিলম্বে বারুইপুর পুলিশ সুপার ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা জজের কাছ থেকে ঘটনার সমস্ত তথ্য সহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট তলব করেছে। পাশাপাশি হাইকোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ, আদালত চত্বরে কোনোভাবেই এ ধরনের বিশৃঙ্খলা ও আইনজীবীদের ওপর আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ ও বিচারবিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকদের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই হাইকোর্ট পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ এবং স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

পুজোয় বিজ্ঞাপনে এলইডি বোর্ডে আকাশছোঁয়া কর পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন দুর্গাপুজোয় কলকাতার রাস্তায় তোরণ নির্মাণ, হোর্ডিং ও ব্যানার টাঙানো নিয়ে নজিরবিহীন কড়াকড়ি শুরু করল কলকাতা পুরসভা। প্রায় দু'দশক পর রাজপথে পুজোর তোরণ ও বিজ্ঞাপন ব্যবহারে এতটা কঠোর পদক্ষেপ নিল পুর প্রশাসন। শুধু তাই নয়, এবার ডিজিটাল অর্থাৎ এলইডি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও বসানো হল চড়া হারের পুরকর। ফলে পুজোর মুখে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছে শহর কলকাতার নামী পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলি।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর এলইডি বিজ্ঞাপন লাগাতে গেলে আগেই অনুমতি নিতে হবে এবং তার জন্য প্রতি বর্গফুটের হিসাবে দিতে হবে ৬০০ টাকা কর। অনুমতি পাওয়ার পর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে টাঙিয়ে রাখতে হবে পুরসভার অনুমতির আইডি নম্বর। কোনওরকম জালিয়াতি বা অসাধু উপায় রুখতে এই পারমিশন আইডিতে থাকছে বিশেষ কিউআর কোড। পুরসভার এই সিদ্ধান্তে ঘুম উড়েছে বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলির। হিসাব কষে দেখা যাচ্ছে, একেকটি সাধারণ এলইডি বোর্ডের জন্য দৈনিক কর বাবদ খরচ পড়বে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। আর বিশাল আকারের 'জাম্বো' এলইডি বোর্ডের ক্ষেত্রে এই কর দিনে দাঁড়াবে প্রায় ৫০ হাজার টাকায়।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মতো ব্যস্ত রাস্তায় দীর্ঘ এলাকা জুড়ে একের পর এক ডিজিটাল এলইডি বোর্ড বসিয়ে মোটা অঙ্কের স্পন্সরশিপ সংগ্রহ করত একাধিক নামী পুজো কমিটি। চলতি বছরের জন্য আগেভাগেই স্পন্সরশিপ বুকিং সেরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পুরসভার এই নতুন করকাঠামোর পর ওই সমস্ত পুজো কমিটি এবং এজেন্সির বাজেট বড়সড় ধাক্কা খেল।

অন্যদিকে, ওভার গেট, বাঁশের তোরণ, ফ্লেক্স ও সাধারণ হোর্ডিং লাগানোর ক্ষেত্রেও একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করেছে পুরসভা। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পুরসভার 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' ছাড়া একটিও তোরণ বা ব্যানার বসানো যাবে না। ২০ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুরসভার বিজ্ঞাপন দপ্তরে এসে লিখিতভাবে আবেদন জমা দিতে হবে পুজো কমিটিগুলিকে। পুর সার্কুলার মেনে ৩ অক্টোবরের আগে কোনও অবস্থাতেই রাস্তায় বিজ্ঞাপনী ফ্লেক্স বা তোরণ লাগানো যাবে না। পুজো শেষ হওয়ার পর ২৯ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত ব্যানার-হোর্ডিং রাস্তা থেকে খুলে ফেলতে হবে।

পাশাপাশি তোরণের উচ্চতা ও সুরক্ষাতেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট নিয়মবিধি। বাঁশের তৈরি অস্থায়ী তোরণের সর্বোচ্চ উচ্চতা হবে ২২ ফুট। তোরণ বা ব্যানার এমনভাবে বসাতে হবে যাতে ট্রাফিক সিগন্যাল, সরকারি স্থায়ী হোর্ডিং, রাস্তার আলো কিংবা বাস স্টপের যাত্রী ছাউনি আড়াল না হয়। এছাড়া, অনুমোদিত প্রতিটি হোর্ডিংয়ে পুরসভার পারমিশন আইডি, পুজো কমিটির নাম এবং বিজ্ঞাপনদাতার নাম ও ফোন নম্বর স্পষ্টভাবে লেখা থাকা বাধ্যতামূলক করেছে কলকাতা পুরসভা।

সম্পাদকীয়

ব্রিকস-এর মঞ্চে মোদির কূটনৈতিক নেতৃত্বে গ্লোবাল সাউথ-এর নয়া কণ্ঠ ভারত

দ্রুত বদলাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ। এরমধ্যে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ভারতের কূটনৈতিক গুরুত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল। চলতি সেপ্টেম্বরের এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত শুধু আয়োজকের ভূমিকা পালন করেনি, বরং মতপার্থক্যে ভরা এক বহুমুখী আন্তর্জাতিক জোটকে ঐকমত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। ১৪০ দফার নয়াদিল্লি ঘোষণা গ্রহণই যার অন্যতম বড় সাফল্য বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। এবারের ব্রিকস আরও বড়, আরও বৈচিত্র্যময় ছিল। ভারত, চিন, রাশিয়া, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মূল গোষ্ঠীর সঙ্গে ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যুক্ত হয়েছে। ফলে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের প্রতিনিধিত্ব করছে এই জোট। এই বিস্তৃত মঞ্চে ভারতের নেতৃত্ব তাই নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নয়াদিল্লির ক্রমবর্ধমান প্রভাবেরও প্রতিফলন বলা যায়। সম্মেলনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে ঐকমত তৈরি। ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো ভিন্ন অবস্থানে থাকা দেশগুলিকে একই ঘোষণার আওতায় আনার ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যস্থতাকে বড়সড় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে গ্লোবাল সাউথ-এর স্বার্থ। উন্নয়নশীল দেশগুলির কণ্ঠকে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে নিয়ে আসা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কার, বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করা এবং বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে বৈষম্য কমানোর প্রশ্নে ভারত স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য, সীমান্ত-পারাপারের অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা, নতুন বিনিয়োগ কাঠামো এবং নয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ভূমিকা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এবারের ব্রিকস সম্মেলন ভারতের কাছে শুধু একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন নয়, নয়াদিল্লি কীভাবে সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে উন্নয়নশীল দুনিয়ার নেতৃত্বের কেন্দ্র হয়ে উঠছে, তারও প্রদর্শন হয়ে রইল।

শব্দছক ২৭৭

রবি দাস

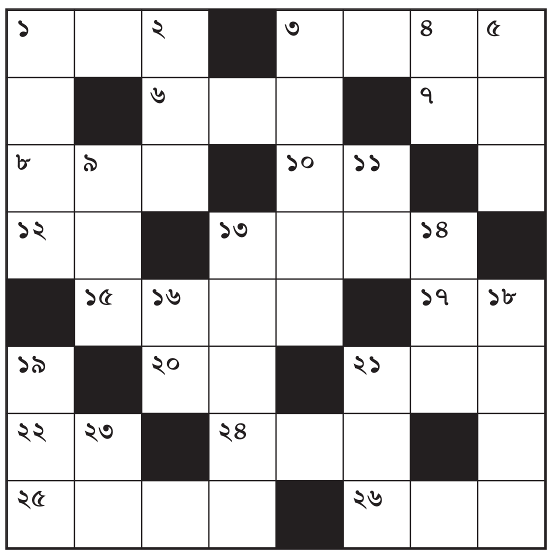

পাশাপাশি: ১. স্খলন ৩. টালবাহানা ৬. ঘোড়া ৭. ধূলি ৮. লঙ্কেশ ১০. নদীর পুরুষ পক্ষ ১২ বার্ধক্য ১৩. অভিপ্রায় ১৫. বিঘ্ন ১৭. অনুষ্ঠান উৎসব ২০. ফুল দিয়ে গাঁথা হার ২১. হৃদয় ২২. লতিয়ে চলা গাছ ১৪. কোন কাজের প্রারম্ভিক হিসাব ২৫. অনেকের মধ্যে কেড়ে নেওয়া হুল্লোর ২৬. বিরহ যাপনকারী

ওপর-নিচ: ১. রূপকথার ডানা-অলা ঘোড়া ২. নবীন ৩. সমূহ আকাশ ৪. মক্ষিকার সঞ্চয় ৫. সূচ-সুতোয় জোড়া ৯. শূকর ১১. গোষ্ঠী ১৩. মহলযুক্ত অট্টালিকা ১৪. ঋতুর রাজা ১৬. বৌদ্ধভিক্ষু ১৮. ভার বহনকারী ১৯. ঠুনকো ২১. অরণ্য ২৩ পশ্চাৎধাবন

সমাধান ২৭৬ — পাশাপাশি: ১. দয়া ২. গণিতক ৪. বউ ৬. শশধর ৮. তাহার ১০. নর ১১. কামার ১২. বরাত ১৪. কালা ১৬. মৎস ১৭. মহীতল ১৯. কারা ২০. মাত্রাজ্ঞান ১১. পতি

ওপর-নিচ: ১. দরশন ২. গউর ৩. তপ্ততামা ৪. বধ ৫. ভর ৭. শরবৎ ৯. হারকাত ১৩. বাসযাত্রা ১৫. লালবাতি ১৬. মন্দ ১৭. মকান ১৮. হীরা

আজকের দিন

■ **১৯৫৭** — বার্সেলোনার ফুটবল স্টেডিয়াম 'ক্যাম্প ন্যু'-এর দ্বার উন্মোচিত হয়।

■ **১৯৬৮** — সিবিএস (CBS)-এ জনপ্রিয় সংবাদভিত্তিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান '৬০ মিনিটস'-এর সম্প্রচার শুরু হয়।

জন্মদিন

১৯৪০ *বিশিষ্ট সাঁতারু আরতি সাহার জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহিন্দর অমরনাথের জন্মদিন।*

১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর জন্মদিন।*

মহিন্দর অমরনাথ

বইয়ে জিএসটি রেয়াত, ক্ষতিগ্রস্ত সবাই

অনিন্দ্য কিশোর

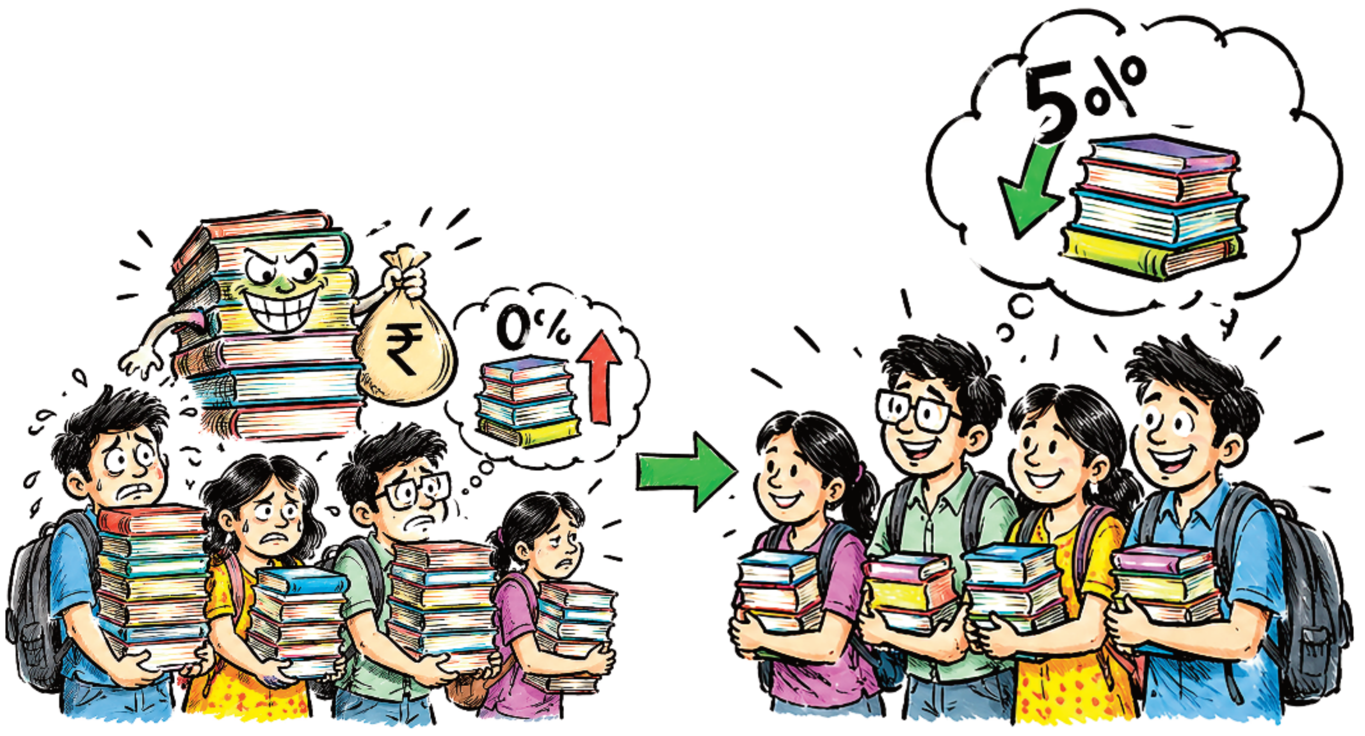

মাত্র কয়েকদিন আগেই, গত ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল 'রিড আ বুক ডে' বা বই পড়ার দিন। ডিজিটাল আসক্তির যুগে মানুষকে ফের মুদ্রিত অক্ষরের ঘ্রাণ নিতে এবং বইমুখী হতে উৎসাহিত করাই ছিল এই দিনটির মূল উদ্দেশ্য।

ঘটনা ১ কিন্তু ওই দিনই এক স্বনামধন্য লেখক বিকেলের দিকে কলেজস্ট্রিটে গিয়েছিলেন তাঁর বই বিক্রির খোঁজখবর নিতে। শুনশান কলেজস্ট্রিটের অবস্থা দেখে, তাঁর আর প্রকাশকের কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ঘটনা ২ সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রথম একযোগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরির পরীক্ষা হতে চলেছে আগামী অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। অথচ চাকরি পরীক্ষার বইয়েরও কাটটি আশাতীত ভাবে কম। প্রকাশক থেকে খুচরো বিক্রেতা; সকলেরই মাথায় হাত বই বিক্রির বেহাল এই দশা দেখে।

এই বই বিক্রির কম হওয়ার কারণ হিসাবে মূলত দু'টি বক্তব্য প্রাধান্য পায়। প্রথমত, মহামারী-পরবর্তী সময়ে স্কুল-কলেজ কিংবা পেশাদার পড়াশোনাও ডিজিটাল মাধ্যম নির্ভর হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় কারণটা অবশ্যই বইয়ের উচ্চ লাফে মূল্যবৃদ্ধি। বইয়ের আকাশছোঁয়া দামের কারণে বাধ্য হয়েই পড়ুয়ারা ভিড় জমাচ্ছেন পুরনো বা পাইরেটেড (বেআইনি) বইয়ের দোকানে। বর্তমানে বইয়ের বেআইনি পিডিএফ কপিও সমান ভাবে জনপ্রিয়। অন্যদিকে, কাগজের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি এবং ছাপার খরচের জাঁতাকলে পড়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে কার্যত দিশাহারা প্রকাশনা সংস্থাগুলিও।

অথচ, বর্তমান কেন্দ্র সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়িত করতে, মুদ্রিত বইকে পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি-র সম্পূর্ণ এগজেম্পট বা 'ছাড়' তালিকাভুক্ত রেখেছে; যাতে শিক্ষার ওপর কোনও করের বোঝা না চাপে।

আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত জনদরদি ও আদর্শগত ভাবে সঠিক মনে হলেও, অর্থনীতির রূঢ় বাস্তবটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই জিএসটি 'ছাড়'-এর আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর কাঠামোগত ত্রুটি। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বা প্রদত্ত কর রেয়াতের ফাঁদ। যে নীতি পড়ুয়াদের স্বার্থরক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল; সেটিই আজ বুমেরাং হয়ে ভারতীয় প্রকাশনা শিল্পকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং পরোক্ষ ভাবে বইয়ের দাম বহুগুণ বাড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদেরই পকেট কাটছে।

নিলসেন আইকিউ বুকডেটা এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স-এর ২০২৬-৩০ সালের সাম্প্রতিক রিপোর্ট এবং ইওয়াই ইন্ডিয়ার পূর্ববর্তী তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় প্রকাশনা শিল্প বর্তমানে বিশ্বে তৃতীয় এবং ইংরেজি ভাষার বইয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম। শিক্ষামূলক বইয়ের বাজার এই শিল্পের প্রায় ৭০ থেকে ৯৫ শতাংশ দখল করে রয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশজুড়ে পঠনপাঠনের প্রসারের কারণে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এই শিল্পের মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৭০,০০০ কোটি টাকা। পরবর্তীকালে বার্ষিক প্রায় ১১ শতাংশ হারে নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা ১,২০,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবসার এই বিপুল প্রসারের সমান্তরালে গত পাঁচ বছরে বই উৎপাদনের খরচ প্রায় ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। ২০২১ সালে যে সাধারণ কাগজের দাম ছিল ৫৫-৬৫ টাকা প্রতি কেজি, ২০২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫-৯৭ টাকায়। এ ছাড়া, কালি, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট এবং ছাপাখানার জব-ওয়ার্কের খরচও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে 'ছাড়' ক্যাটেগরির ক্ষতিকর দিকটি বুঝতে একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, ১০০০ পৃষ্ঠার একটি ভারী শিক্ষামূলক বইয়ের মোট উৎপাদন খরচ ৩০০ টাকা (সমস্ত কর সহ)। এই খরচের মধ্যে কাগজের ওপর ১২ শতাংশ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের ওপর ১৮ শতাংশ এবং পরিবহণের ওপর ৫ শতাংশ জিএসটি অন্তর্নিহিত রয়েছে। বিস্তারিত হিসেব করলে দেখা যায়, বইটির প্রকৃত উৎপাদন বা বেস কস্ট ২৬৩.১৬ টাকা। বাকি প্রায় ৩৬.৮৪ টাকা (অর্থাৎ মোট খরচের প্রায় ১২.৩ শতাংশ) হল ইনপুট জিএসটি। নিয়ম অনুযায়ী, যেহেতু চূড়ান্ত পণ্য অর্থাৎ বইটি জিএসটি-মুক্ত, তাই প্রকাশকরা কাঁচামালের ওপর দেওয়া এই কর 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' হিসেবে সরকারের কাছ থেকে ফেরত পান না। এই আটকে থাকা কর বা 'ট্র্যাপড ট্যাক্স' প্রকাশকদের কাছে এক বিপুল ক্ষতি। ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে প্রকাশকরা বাধ্য হন এই লোকসান বইয়ের সর্বাধিক মুদ্রিত মূল্যের সঙ্গে যুক্ত করতে। অর্থাৎ, করমুক্তির সুবিধা আদতে ক্রেতার কাছে পৌঁছয় না; বরং আটকে থাকা করের বোঝা বইয়ের দাম বাড়িয়ে দেয়। যদি বইয়ের ওপর শূন্য শতাংশের বদলে একটি নামমাত্র ৫ শতাংশ জিএসটি ধার্য করা হয়, তবে চিত্রটি জাদুমন্ত্রের মতো বদলে যাবে। ৫ শতাংশ কর ধার্য হলে প্রকাশকরা তাঁদের আটকে থাকা ওই ৩৬.৮৪ টাকা ইনপুট কর অনায়াসেই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে ফেরত পাবেন। ফলস্বরূপ, বইয়ের মূল উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যাবে। একটি বাস্তব হিসেব অনুযায়ী, যে বইটির বর্তমান এমআরপি প্রায় ৯০০.০০ টাকা, ৫ শতাংশ জিএসটি প্রয়োগ করলে সেই একই বইয়ের দাম কমে দাঁড়াবে আনুমানিক ৮৫৯.৬৬ টাকায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক পড়ুয়া বা ক্রেতা বই পিছু সরাসরি প্রায় ৪১ টাকা সাশ্রয় করবেন।

এখন একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে, বইয়ের ওপর কর বসালে সরকারের নিজস্ব আয়ে কি কোনও বিরূপ প্রভাব পড়বে? এখানেই অর্থনীতির বিখ্যাত সূত্র 'প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড' বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাজ করে। ভারতীয় বইয়ের বাজার অত্যন্ত দাম-সংবেদনশীল। বইয়ের দাম কমলে বহু পড়ুয়া পুরনো বই বা পাইরেটেড বা স্বত্ব-লঙ্ঘিত বইয়ের বাজার থেকে সরে এসে আসল বই কেনেন। এই পাইরেটেড বইয়ের বাজারে সরকার কোনও জিএসটি পায় না এবং লেখক কোনও রয়্যালটি পান না। দাম কমার ফলে বিক্রি যদি মাত্র ১৫ শতাংশও বৃদ্ধি পায়, তবে মূল স্রোতের অর্থনীতি মজবুত হবে এবং সরকারের মোট কর আদায় বহুগুণ বেড়ে যাবে। বর্তমান জিএসটি-মুক্ত অবস্থায় সরকার পরোক্ষ ভাবে সাপ্লাই চেন থেকে (২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে) প্রায় ৫,৩২২ কোটি টাকা আয় করছে।

কিন্তু ৫ শতাংশ কর এবং ১৫ শতাংশ বিক্রি বৃদ্ধির অর্থনৈতিক মডেল প্রয়োগ করলে সেই আয় বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৫,৮৮০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, বিক্রি বৃদ্ধির কারণে সরকারের কোষাগারে অতিরিক্ত প্রায় ৫৫৮ কোটি টাকা জমা পড়তে পারত। লেখকের রয়্যালটির ঘরেও ঢুকবে বাড়তি লক্ষ্মী। এমনকি, ই-কমার্স কেন্দ্রগুলিতেও বই বিক্রেতারা বর্তমান লভ্যাংশকে বজায় রেখে অতিরিক্ত ৪ থেকে ৫ শতাংশ ছাড় দিতে পারতেন। লাভবান হতেন পাঠককূল।

এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট যে, বইয়ের ওপর সম্পূর্ণ করমুক্তির নীতিটি একটি স্থির দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি মাত্র। এই নীতি বই-প্রকাশনা শিল্পকে শ্বাসরুদ্ধ করার সঙ্গে, পরোক্ষ ভাবে বইয়ের দাম বাড়িয়ে ছাত্রছাত্রী এবং পাঠক-পাঠিকাদের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। এই সমস্যা সমাধানে সরকারের কাছে কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। প্রথমত, মুদ্রিত বইকে 'ছাড়' তালিকার বদলে ৫ শতাংশ জিএসটি-র অন্তর্ভুক্ত করা হোক। দ্বিতীয়ত, লেখকদের রয়্যালটির ওপর প্রযোজ্য রিভার্স চার্জ মেকানিজম বা বিপরীত কর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা যেতে পারে। তা ছাড়া, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের রিফান্ড প্রক্রিয়াটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মুক্ত করে আরও দ্রুততর করতে হবে। না হলে সঙ্কট বাড়বে বইকি, কমবে না! শুধুমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে 'করমুক্ত' তকমা আঁকড়ে ধরে রাখার কোনও যৌক্তিকতা নেই। বই-প্রকাশনা শিল্পের সুস্থ বিকাশ, পড়ুয়াদের আর্থিক সাশ্রয় এবং সরকারি কোষাগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে ৫ শতাংশ জিএসটি ধার্য করাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ।

এক অচেনা ও অনুচ্চারিত বিদ্যাসাগর..

সুনীল মাইতি

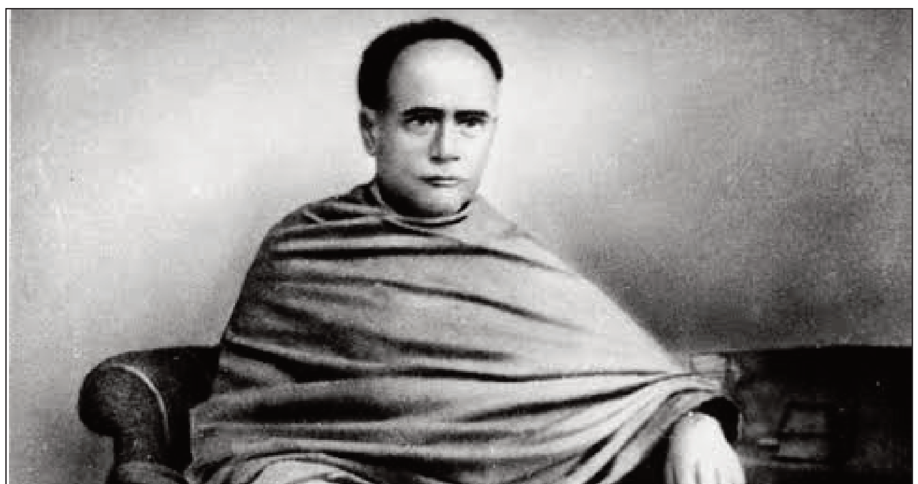

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাঙালির সামাজিক মানসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক তেজস্বী সিংহপুরুষ; প্রথাভঙ্গকারী সংস্কারক এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত এক অনন্য পন্ডিত।কিন্তু রাজপথের আলোয় দীপ্তিমান এই মহীরুহের আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে এমন এক বিদ্যাসাগর; যিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল; প্রচার বিমুখ; রসবোধসম্পন্ন এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। ইতিহাসের বইয়ের প্রথাগত পাতায় এই ঈশ্বরচন্দ্রকে পাওয়া যায় না; তাঁকে খুঁজে নিতে হয় জীবনের ছোট ছোট ঘটনার গভীরে।

৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তার অসম্পূর্ণ 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রকাশিত হয়। কোনো খ্যাতি লাভ বা আত্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে তিনি এটি লেখেননি। বিদ্যাসাগর এই স্মৃতিচারণ লিখেছিলেন তাঁর মেজো পিসিমা রাইমনি দেবীর ঋণ স্বীকার করতে। শৈশবে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কলকাতায় পড়তে এসে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র যখন একাকী ও অসহায় অনুভব করতেন তখন রাইমণি দেবী নিজের সন্তানের মত তাঁকে আগলে রেখেছিলেন। এক পরম করুণাময়ী নারীর মাতৃত্বকে অমরত্ব দিতেই তিনি কলম ধরেছিলেন; যা তাঁর গভীর পারিবারিক অনুভূতির পরিচয় দেয়।

কার্মাটাড়ে বিদ্যাসাগরের বাসভবন 'নন্দন কানন' কেবল একটি অবসরযাপনের কুটির ছিল না; তা হয়ে উঠেছিল এক বিকল্প মানবিক কর্মভূমি। যে বিদ্যাসাগর কলকাতায় ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার মেলবন্ধনে শিক্ষা সংস্কার করছিলেন;তিনি কার্মা টাড়ে সাঁওতাল শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠা করলেন অবৈতনিক বিদ্যালয়। যে বালক-বালিকারা কখনো বই ছুঁয়ে দেখেনি; বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাদের পড়াতে বসে যেতেন। কেবল বই- খাতায় নয়; সাঁওতাল শিশুদের তিনি নিজের হাতে খাওয়াতেন; জামাকাপড় কিনে দিতেন। এই নিঃস্ব মানুষদের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় 'দয়া সাগর'।

কার্মাটাড় পর্বের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল বিদ্যোসাগরের ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যা ও হোমিও- সাধনা। কলকাতায় আইন পাস ও সমাজসংস্কার নিয়ে ব্যস্ত যে মানুষটি; কার্মাটাড়ে তিনি আবির্ভূত হলেন এক নিরলস চিকিৎসকের ভূমিকায়। হোমিওপ্যাথির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধপূর্ণ বাক্স সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন সাঁওতালদের পর্ণকুটিরে। কলেরার ভয়ে যখন আত্মীয়রা রোগীকে ফেলে পালাত; তখন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে ওষুধ ও পথ্য জুগিয়েছেন। শুধু ওষুধ দেওয়াই নয়; কার্মাটাড়ের অবহেলিত রোগীদের জন্য কলকাতা থেকে সুজি; মিছরি; ওষুধ ও পথ্যের বিপুল রসদ আনাতেন নিজস্ব খরচে। কোনো বিনিময় বা প্রতিদানের আশা ছাড়া এই পরম আত্মনিয়োগ তাঁকে সমাজের তথাকথিত শীর্ষস্থান থেকে নামিয়ে এনে বসিয়েছিল প্রান্তিক মানুষের একেবারে হৃদয়ে।

কার্মাটাড়ে অবস্থানকালে প্রতিদিন সকালে বিদ্যাসাগর যখন প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন; দরিদ্র সাঁওতালরা জমি থেকে ভুট্টা ও শাকসবজি তুলে তাঁর কাছে নিয়ে আসত। তিনি জানতেন; বিনামূল্যে সাহায্য করলে তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে। তাই তিনি এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। বাজার দরের চেয়ে বহুগুণ বেশি দামে তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত ভুট্টা কিনে নিতেন। তারপর সেই ভুট্টা নিজের হাতে আগুনে পুড়িয়ে আবার সেই আদিবাসী শিশুদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এতে সাঁওতালদের উপার্জনও হতো; আবার শিশুদের পেটও ভরত।

কলকাতায় অবস্থানকালে বিদ্যাসাগরের একটি অত্যন্ত গোপন অভ্যাস ছিল। তিনি গভীর রাতে ছদ্মবেশে একাকী রাজপথে বের হতেন। উদ্দেশ্য, ফুটপাতে পড়ে থাকা অসহায় কুষ্ঠ ও কলেরা আক্রান্ত রোগীদের সেবা করা। তিনি নিজে হাতে তাঁদের ক্ষত পরিস্কার করতেন; ওষুধ খাইয়ে দিতেন এবং কনকনে ঠান্ডায় গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিয়ে নিশ্চুপে বাড়ি ফিরে আসতেন। এই কাজে তিনি কখনো কোনো অনুগামীকে সঙ্গে নিতেন না; যাতে এই দান বা সেবার কথা কেউ জানতে না পারে।

একবার বিদ্যাসাগর এক পরিচিত ব্যক্তির মেয়ের বিয়ের জন্য গহনা কিনতে কলকাতার এক নামি জহুরীর দোকানে যান। তিনি যথারীতি সাধারণ ধান কাপড় ও চটি পায়ে ছিলেন।

দোকানদার তাঁকে অতি দরিদ্র ভেবে অবহেলা করে বসিয়ে রাখে। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন এক ধনী ক্রেতা আসেন; দোকানদার বিদ্যাসাগরকে উঠে যেতে বলে। বিদ্যাসাগর শান্তভাবে নিজের চাদরের খাঁজ থেকে একটি থলে বের করে বিশাল অংকের স্বর্ণমুদ্রা টেবিলের ওপর রাখেন এবং বলেন; 'মানুষের পোশাক দেখে তাঁর রূপ চেনা যায়; কিন্তু মূল্য চেনা যায় না।' দোকানদার নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন চরম অর্থ সংকটে ফ্রান্স আটকে পড়েছিলেন; বিদ্যাসাগর নিজের সর্বস্ব বন্ধক রেখে বিশাল অঙ্কের টাকা ধার দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে মাইকেল যখন কলকাতায় ফিরে আড্ডায় মগ্ন থাকতেন কিন্তু টাকা ফেরত দেওয়ার নাম করতেন না; বিদ্যাসাগর একদিন হেসে তাঁকে বলেন; অধু; তুমি তো 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখে খুব নাম করেছ;এবার আমার ঋণের টাকাটা ফেরত দিয়ে 'ঋণশোধবধ' কাব্যটা লিখে ফেলো!দগুরু গম্ভীর বিদ্যাসাগরের এই প্রফুল্ল রূপ কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠরাই জানতেন।

বিদ্যাসাগরের রসবোধ ছিল যেমন শাণিত; তেমনই অহংকার চূর্ণ করার মত তীক্ষ্ণ। একবার এক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান বিদ্যাসাগর। সাহেব তখন টেবিলে পা তুলে বসেছিলেন। বিদ্যাসাগর এই অপমান নীরবে সহ্য করেন।

কিছুদিন পর সেই সাহেব যখন কোনো কাজে বিদ্যাসাগরের কার্যালয়ে আসেন; বিদ্যাসাগরের চটি পরা দুটি পা সোজা টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বসেন। সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে কুইনচোত চাইলে বিদ্যাসাগর শান্তভাবে বলেন 'আমি ভেবেছিলাম এটাই বুঝি আপনাদের জাতীয় শিষ্টাচার তাই অতিথিকে সম্মান জানাতে আমিও একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি।' ইংরেজ সাহেবের সেই শিক্ষা সারাজীবন মনে রাখার মতো ছিল।

আজ যখন আমরা বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পার করে এসে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে গর্ব বোধ করি; তখন আমাদের মূল্যায়নে এই 'অচেনা বিদ্যাসাগর' প্রায়শই আলোচনার আড়ালে থেকে যান। কেবল আইনি সংস্কার বা শিক্ষানীতির প্রণেতা হিসাবে নয়; কার্মাটাড়ের শাল ও মহুয়া গাছের ছায়া সন্তানদের সঙ্গে বসে থাকা সেই নিঃসঙ্গ; পরম দয়ালু মানুষটিকে না চিনলে বিদ্যাসাগর-চর্চা অপূর্ণ থেকে যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল আইনি বিধবা বিবাহের প্রণেতা; সংস্কৃত কলেজের সংস্কারক কিংবা 'বর্ণপরিচয়'-এর স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমন এক মহীরুহ, যার অন্তরে ছিল অপার করুণা এবং নীতিতে ছিল ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা। প্রচারের আলো থেকে দূরে; ছদ্মবেশের আড়ালে কিংবা কার্মাটাড়ের শালবনে যে বিদ্যাসাগর বাস করতেন, তিনি প্রথাগত ইতিহাসের চেয়েও অনেক বেশি জীবন্ত; রসময় এবং মানবতাবাদী।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সাফল্য সবার এক রকম মনে হয় না। কেউ নাম-যশ- খ্যাতি-অর্থের মধ্যে সাফল্য দেখে, কেউ আবার আদর্শে সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থাকায়। কেউ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে সাফল্য খোঁজে, কেউ আবার দুঃখকষ্টে দীর্ঘদিন বাঁচার মধ্যেও।

কোট-আনকোট

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক বাজেট বরাদ্দের সদ্ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে পরবর্তী বাজেটে বরাদ্দ বণ্টনের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঘাটালের মূলগ্রামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট।

উত্তরপাড়ায় একাধিক রাস্তার বেহাল দশা

মেরামতের আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: পুজোর মুখে একের পর এক নিম্নচাপ যার জেরে বৃষ্টিতে নাজেহাল হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এর সঙ্গে আবার হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা টি এন মুখার্জি রোডের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ভেঙে চুরে একাকার উত্তরপাড়া স্টেশনে লেভেল ক্রসিং থেকে দিল্লি রোড পর্যন্ত রাস্তা। চারিদিকে বড় বড় গর্তে ভরা। শ্রীরাম প্রকল্প ও টিটাগর ওয়াগন কারখানার জন্য মাল নিয়ে যাওয়া বড় বড় ডাম্পারের জন্যই এই রাস্তার করুনদশা বলে মত স্থানীয় বাসিন্দাদের। যার জেরে মাঝে মাঝে ঘটছে দুর্ঘটনা। রোগীদের নিয়ে যেতে হচ্ছে খুব সাবধানে। এতকিছু সত্বেও প্রশাসনের কোন মাথাব্যথা নেই অভিযোগ বেশ কিছু মানুষের। এছাড়াও উত্তরপাড়ার সিএ মাঠের সামনের রাস্তার বেশ কিছু জায়গায় গর্ত হওয়ায় অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে এলাকার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী জানালেন, 'বৃষ্টি থামলেই রাস্তার কাজ শুরু হবে, বৃষ্টির মধ্যে তো কাজ করা যায় না ওয়ার্ক অর্ডার রেডি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছর কর্মজীবনের পূর্তি উপলক্ষে সেবা সংকল্প কর্মসূচি আয়োজিত হল হুগলীর শ্রীরামপুরে। বুধবার শ্রীরামপুর মণ্ডল ২-এর মণ্ডল সভাপতি সৌম্যজিৎ গুপ্ত ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড শক্তিকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সাধারণ সম্পাদক তমালকৃষ্ণ সরকারের ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামপুর চেশায়ার হোমের বিশেষভাবে সক্ষম আবাসিকদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: ভিনরাজ্যে বহুতল ভবনের লিফট সারাই করতে গিয়ে ২১ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল স্বরূপনগরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মুমরা এলাকার এই দুর্ঘটনার খবর বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। মৃত যুবকের নাম সুরজ মণ্ডল (২১)। তাঁর বাবা হাসান মণ্ডল। তরতাজা যুবকের আকস্মিক মৃত্যুতে স্বরূপনগরের গোবিন্দপুর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে সপরিবারে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মুমরা এলাকায় থাকতেন সুরজ। সেখানেই একটি বহুতল ভবনে লিফট সংক্রান্ত কাজ করতেন তিনি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ওই বহুতল ভবনের লিফটে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। লিফটটি সারাই করার জন্য সুরজ ২১ তলার উপরে ওঠেন। কাজ চলাকালীন আচমকাই কোনওভাবে ২১ তলা থেকে নীচে পড়ে যান তিনি। ঘটনায় গুরুতর জখম হন সুরজ। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুরজের মৃত্যুর খবর গোবিন্দপুরে পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। মাত্র ২১ বছর বয়সে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সুরজের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। কীভাবে ২১ তলা থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটল, কাজের সময় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

রক্ত দিয়ে যুব সমাজকে আহ্বান বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: 'রক্তদান জীবন দান' এই বার্তাকে সামনে রেখে জরুরি সময়ে রক্তের জোগান নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে এবার নিজেই রক্ত দিলেন গোপীবল্লভপুর-২ নং ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল বিশ্বাস। তাঁর এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যুব সমাজকে রক্তদানের মতো মানবিক কাজে এগিয়ে আসার বার্তা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে বুধবার বেলিয়াবেড়া ব্লক অফিসে আয়োজিত হয় এই রক্তদান কর্মসূচি। গোপীবল্লভপুর-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এবং নয়াগ্রাম ৫ নম্বর মণ্ডল বিজেপির সহযোগিতায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল বিশ্বাসের পাশাপাশি জয়েন্ট বিডিও রাজীব মুর্মু-সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীরাও রক্তদান করেন। তাঁদের সঙ্গে এলাকার বহু মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিবিরে অংশ নিয়ে রক্তদান করেন। রক্তদান শেষে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল বিশ্বাস বলেন, 'রক্তদান একটি মহৎ সামাজিক কাজ। একজনের দেওয়া রক্ত জরুরি সময়ে অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই যুব সমাজকে আরও বেশি করে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে।' কর্মসূচি প্রসঙ্গে নয়াগ্রাম ৫ নম্বর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি তাপস সুঁই বলেন, 'রক্তদান মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অন্যতম মানবিক উদ্যোগ। যুব সমাজ এই ধরনের সেবামূলক কাজে আরও বেশি করে যুক্ত হলে সমাজের বহু মানুষ উপকৃত হবেন।' এদিনের কর্মসূচিতে রক্তদানের পাশাপাশি প্রতীকীভাবে বৃক্ষরোপণও করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কিংশুক রায়, নয়াগ্রাম ৫ নম্বর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি তাপস সুঁই-সহ প্রশাসনের আধিকারিক, কর্মী ও অন্যান্যরা। কর্মসূচিকে ঘিরে বেলিয়াবেড়া ব্লক অফিস চত্বরে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

পেনশনের দাবিতে পুরসভায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা এবং নিয়মিত পেনশনের দাবিতে বুধবার মেদিনীপুর পুরসভার তিনটি গেট বন্ধ করে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হলেন পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। অবস্থান বিক্ষোভের ফলে পুরসভার যাবতীয় পরিষেবার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চরম হয়রানির সম্মুখীন জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি শংসাপত্র ও অন্যান্য পরিষেবা নিতে আসা শহরের বাসিন্দারাও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। একদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে অবস্থান-বিক্ষোভ ও অন্যদিকে পরিষেবা নিতে আসা মানুষদের বিক্ষোভে পুরসভার সামনে রীতিমত উত্তেজনা পরিস্থিতি দেখা দেয়। পরিষেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তা অবরোধ করে। পেনশন ভোগীদের নির্দিষ্ট সময়ে টাকা দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মৌ রায় বলেন, 'পুরসভা দীর্ঘদিন ধরে কোনও প্রকল্পের টাকা পাচ্ছে না। এ বিষয়ে বঞ্চিত পেনশন প্রাপকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাদের সমস্ত বকেয়া এক দুই দিনের মধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে পুরসভার কাজকর্ম সচল রাখতে ধর্মঘটরত কর্মীদেরকেও ধর্মঘট তুলে নিয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ রাখা হয়েছে।

কুমারগঞ্জে রক্তদান স্বয়ং বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জরুরি সময় মুমূর্ষু রোগীদের রক্তের চাহিদা মেটাতে ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হলো এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অংশ হিসেবে বুধবার কুমারগঞ্জের কর্মতীর্থ ভবনে এই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিবিরে ব্লক প্রশাসনের কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ ও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শিবিরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণে ছিলেন কুমারগঞ্জের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) শুভঙ্কর সাহা, যিনি নিজে উপস্থিত থেকে রক্তদান করেন। উল্লেখ্য, বিডিও শুভঙ্কর সাহার জন্য এটিই প্রথম রক্তদান নয়, এর আগেও তিনি বহুবার রক্তদান করে সামাজিক ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রশাসনিক পদে থেকে তাঁর এই ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিষয়ে সচেতনতা ও উৎসাহ বহুলাংশে বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করছেন আয়োজকেরা। জানা গিয়েছে, এদিন শিবিরে মোট ২৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এ প্রসঙ্গে কুমারগঞ্জের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভঙ্কর সাহা জানান, 'আমরা চেয়েছিলাম যত বেশি সংখ্যক মানুষ যাতে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই উদ্দেশ্য

আজ সফল ও বাস্তবায়িত হয়েছে।' অনুষ্ঠানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, স্থানীয় মন্ডল পদাধিকারী রতন বসাক। এছাড়াও রক্তদান শিবিরে ব্লকের কর্মী অমিত কর্মকার, অরূপ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

অসহায় অন্ধ তরুণীর দায়িত্বভার নিলেন ব্যবসায়ী সরকার দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জন্ম থেকেই অন্ধ। ২০ বছর বয়সী ওই অসহায় তরুণীর পাশে এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ না দাঁড়ালেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ইংরেজবাজারের এক ব্যবসায়ী দম্পতি। পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলাদিঘি গ্রামের ওই অন্ধ তরুণী অমৃতা কোলের বাড়ি সংস্কারের পাশাপাশি দুই মাসের রেশন সামগ্রী এবং অন্যান্য ঘরোয়া আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করলেন ইংরেজবাজারের সিঙ্গাতলা এলাকার ব্যবসায়ী দম্পতি দীপক সরকার ও শর্মিলা সরকার। বুধবার দুপুরে চক্ষু বিশেষজ্ঞ অজিত পাল-সহ আরো কয়েকজন চিকিৎসককে সঙ্গে করে ওই তরুণীর সঙ্গে দেখা করতে যান সরকার দম্পতি। তাঁদের সঙ্গে শহরের আরো কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরাও ছিলেন। গ্রামবাসীরা ওই দম্পতির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। অন্ধ তরুণী অমৃতাকে সর্বক্ষণ দেখার জন্য গ্রামের এক মহিলাকে আয়া হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করেছেন ওই সরকার দম্পতি। ওই ব্যবসায়ী দম্পতি জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে চিকিৎসক দেখিয়েই অন্ধত্ব নির্মূল করা যায় কিনা সেটাও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, কমলাদিঘি গ্রামের ২০ বছর বয়সী তরুণী অমৃতা কোলে। একটি ঘর, দেওয়াল ইটের হলেও টিনের চালাটি ভেঙেচুরে বেহাল হয়ে গিয়েছিল। জানালা ও দরজা ভেঙে আগেই নষ্ট হয়। জঙ্গলের ধারে ভাঙাচোরা এই ঘরেই কোনরকমে জীবন কাটিয়ে আসছিল অমৃতা। বিদ্যুৎ না থাকায় রাত হলেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে যেমন

শিয়ালের উৎপাত তেমনি বিষধর সাপও ঘুরে বেড়াত আশপাশে। তার মধ্যেও যে অমৃতা এভাবে অভুক্ত থেকে বেঁচে রয়েছে তা নিয়ে গ্রামবাসীরাও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দাবি জানিয়েছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য, অমৃতার যখন তিন বছর বয়স তখনই তার মা মারা যায়। জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। সেই সময় তার বাবা অন্য মহিলার সঙ্গে পালিয়ে যায়। একমাত্র পিসির কাছেই থেকে ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে ওঠে। কিন্তু কয়েক বছর আগে অমৃতার পিসি তাকে এই গ্রামের জঙ্গলের বাড়িতে ফেলেই দিল্লিতে চলে যায় কাজে। তারপর থেকেই সে অর্ধাহারে ভুগছিল। ব্যবসায়ী দীপক সরকার ও স্ত্রী শর্মিলা সরকার হাত বাড়াতেই অমৃতার জীবন যেন নতুন দীশা পায়।

সেবা সংকল্প অভিযানে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, খন্ডঘোষ: সেবা সংকল্প অভিযান কর্মসূচিকে সামনে রেখে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন। খণ্ডঘোষ বিধানসভার ৪ নম্বর মন্ডলের মল্লিকপুর এলাকায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে এলাকার শতাধিক রক্তদাতা স্বেচ্ছায় তাদের অমূল্য রক্ত দান করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরের সংগৃহীত রক্তগুলি তুলে দেওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে সবুজায়নের লক্ষ্যে একটি করে বৃক্ষ চারা তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মল্লিকপুর এলাকায় চার নাম্বার মন্ডলের ভারতীয় জনতা পার্টির নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ দিনের এই মহৎ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি'র সদ্য নির্বাচিত সভাপতি সুজিত অগস্তী, খণ্ডঘোষ বিধানসভার ৪ নম্বর মন্ডলের সভাপতি সমীর মণ্ডল ও ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি তাপস মল্লিক, ৪ নম্বর মন্ডল ভারতীয় জনতা পার্টির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি শেখ আসাদুল হক, খণ্ডঘোষ বিধানসভার কনভেনার কৃষ্ণকান্ত হালদার, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক আনন্দ সাঁতরা, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তপশিলি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অজয় বাগ, ৪ নম্বর মন্ডল মহিলা মোর্চার সভাপতি মাম্ত দোলুই-সহ বিজেপির অন্যান্যরা।

ডিপিএল গেটে বিজেপির অভিনব কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্থানীয় বেকার যুবক যুবতীদের কাজের দাবিতে বুধবার সকালে দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড (ডিপিএল)-এর ৭ নম্বর ইউনিট গেটের সামনে অভিনব কর্মসূচি নিল বিজেপি। দলের কর্মীরা হাত জোড় করে গেটে থাকা অস্থায়ী শ্রমিকদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের দাবিতে এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আমলে দুর্গাপুরের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়দের পরিবর্তে

আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিক এনে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনকি, কিছু ক্ষেত্রে মোটা টাকার বিনিময়ে নিয়োগের অভিযোগও তোলা হয় দলের পক্ষ থেকে। যদিও এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

মহিলা পুলিশের গায়ে হাত, গ্রেপ্তার আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নিউ টাউনশিপ থানায় কর্তব্যরত এক মহিলা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বচসা এবং তাঁর গায়ে হাত তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক আইনজীবী। ধৃতের নাম সৌভিক রায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে নিউ টাউনশিপ থানায় ঢুকে কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সৌভিক। অভিযোগ, বচসার এক পর্যায়ে তিনি ওই মহিলা আধিকারিকের গায়ে হাত তোলেন এবং অশালীন আচরণ করেন। ঘটনায় থানার ভিতরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুলিশকর্মীরা তাঁকে আটক করেন।

এই ঘটনায় নিউ টাউনশিপ থানায় মামলা রুজু করা হয়। পরে সৌভিক রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়, বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতে নির্দেশ দেয়।

করম পরবে মাতোয়ারা বাঁকুড়া

হাসছে জঙ্গলমহল, দাবি কুর্মিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: করম পরবে মাতোয়ারা বাঁকুড়া। কৃষিতে সাফল্য কামনা করে জাওয়া করম পরবে মাতল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকা। এবছর প্রথমবার এই পরব উপলক্ষে সরকারি ছুটি দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার। তার ওপর এই পরবের আগে পুরুলিয়ার কুর্মিদের অনুষ্ঠানে এসে করম নৃত্য উপভোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

তাই এবার জাওয়া করম ঘিরে কুর্মি-সহ আদিবাসীদের আনন্দ ছিল অনেক বেশি। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, আদিবাসী ও কুর্মি জনজাতির এক অন্যতম পরব করম। ভাদ্র মাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিন থেকে এক সপ্তাহ

চলে এই পরবের নানা আচার, অনুষ্ঠান। বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ, রাইপুর, হীড়বাঁধ, খাতড়া, সিমলাপাল, সারেঙ্গার কুর্মি অধ্যুষিত গ্রামগুলি এই পরবে মেতে উঠেছে। করম গাছের ডাল ঘিরে সারারাত চলে নাচ ও গানের অনুষ্ঠান। খাতড়ার বরাগাড়ি গ্রামের লতিকা মাহাতো, ফুলমনি সোরেন ও পার্বতী মাহাতো, রানিবাঁধের ধাদকিডি গ্রামের প্রভা মাহাতো ও মালা মাহাতোরা বলেন, 'গত সপ্তাহের বুধবার বাঁশের তৈরি জাওয়া ডালির ওপর বালির মধ্যে ন'রকমের শস্য বীজ হলুদ মাখিয়ে ছড়িয়ে গ্রামের মেয়েরা করম পরবের শুরু করেছিল। এই শস্যগুলি অঙ্কুরিত হতে দেওয়া হয়েছিল। গত মঙ্গলবার একাদশী তিথিতে করম ডাল পুঁতে ও সেই জাওয়া ডালি নিয়ে পুজো করেছেন সকলে। গোটা রাত নাচ-গানের পরে বুধবার করম ডালের বিসর্জন দেওয়া হয়। গ্রামের সকলে মেতে উঠেছে করম ডাল বিসর্জনে। প্রমথ মাহাতো ও ফটিক সহিসরা জানান, যে করম কৃষি কেন্দ্রিক আরাধনা হলেও ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করা হয় এই উৎসবে। তাদের বক্তব্য জাওয়া শব্দের অর্থ হল প্রাণের সঞ্চার বা জন্ম। এই জাওয়া ডালি সাজিয়ে পুজো করে কুমারী মেয়েরা কৃষিকাজের উন্নতির পাশাপাশি ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করেন। মঙ্গলবার রাতে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল ছিল করম ও ঝুমুর গানে মেতে। কুর্মি ও আদিবাসীদের বক্তব্য, বর্তমান সরকার তাদের পাশে রয়েছে। তাই জঙ্গলমহল আনন্দে মেতে উঠেছে। একেই বলে জঙ্গলমহল হাসছে।

Interview for Assistant Professor, Lecturer & Lab Technician

Bhawanipur Institute of Pharmacy
Bhawanipur, Udaynarayanpur, Howrah, 711412

For the post of Assistant Professor, Lecturer & Lab Technician.
Assistant Professor :- 2 (M. Pharm)
Lecturer :- 3 (B. Pharm)
Lab Technician :- 2 (D. Pharm)
Please submit all the testimonials with CV & colour photo with in **28.09.2026** to the email id provided below.
Interview Date :- **30.09.2026, 11.30 a.m.**
Email :- **educationaltrustshribalaji@gmail.com**
Contact Number :- **6294575878, 9733732403**
(Criteria & Pay Scale :- as per PCI Norms)

SBI **এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)**
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ই-মেইল : sbi.15342@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৩ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩**-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিমাণটি পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঋণগ্রহীতা(রা)/গ্যারান্টার(রা)/বন্ধকদাতা(রা) উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(রা)/গ্যারান্টার(রা)/বন্ধকদাতা(রা) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা একটি পরিমাণ এবং এর উপর সুদের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)-এর নাম ও ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অশোক পোদ্দার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত অধীর পোদ্দার **ঠিকানা ১)** ১১, দ্বৈপায়ন পল্লী, ডি.পি. নগর, বেলঘড়িয়া, শাহী এডি মোড়ের কাছে, কলকাতা ৭০০০৫৬ **এবং** **ঠিকানা ২)** ৩৫, ডাঃ এস.পি. মুখার্জি স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬, **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৫৫৪০০১৩৩২৩ (এইচবিএল) শাখার নাম এইচএলসি বিধাননগর শাখা**	মৌজা - বাসুদেবপুর, জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ১৩, তৌজি নং ১৫১০, খতিয়ান নং ৩০২-এর অধীনে দাগ নং ৮৯৪, থানা বেলঘড়িয়া, এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদম, বর্তমানে বেলঘড়িয়াতে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত ৩ (তিন) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং এর উপর প্রায় ১০০ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ২৪২, প্রেমিসেস নং ৩৫, ডাঃ এস.পি. মুখার্জি স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা ৭০০ ০৫৬-এ অবস্থিত। **যার সীমানা নিম্নরূপ** - উত্তরে : গণেশ চন্দ্র মন্ডল দ্বারা, দক্ষিণে : গোকুল চন্দ্র মন্ডল দ্বারা, পূর্বে : ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে : ক্ষেত্র মোহন বিশ্বাস দ্বারা।	১) ৩০.০৬.২০২৬ ২) ২২.০৯.২০২৬ ৩) ১০,২৯,৩৬৪.৯৬ টাকা **(দশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার তিনশো চৌষট্টি টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) যা ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর জমে থাকা সুদ সহ আরও অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।
২.	**শ্রীমতী রহিমা বিবি,** আইনি উত্তরাধিকারী এবং **প্রয়াত কুতুবউদ্দিন গাজীর** স্ত্রী, **বসিরউদ্দিন গাজী,** আইনি উত্তরাধিকারী এবং **প্রয়াত কুতুবউদ্দিন গাজীর** ছেলে (যেহেতু নাবালক আইনি অভিভাবক শ্রীমতী রহিমা বিবি), **রোকেয়া খাতুন,** আইনি উত্তরাধিকারী এবং **প্রয়াত কুতুবউদ্দিন গাজীর** মেয়ে (যেহেতু নাবালক আইনি অভিভাবক শ্রীমতী রহিমা বিবি) **সকলের ঠিকানা :** ৩৭/এ/২, সাংমুরা মুন্সিপাড়া, থানা বারাসাত, ওয়ার্ড নং- ১৮, বারাসাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৫ এবং **শ্রীমতী রিজিয়া বিবি গাজী,** আইনি উত্তরাধিকারী এবং মৃত কুতুবউদ্দিন গাজীর মা **ঠিকানা** - গ্রাম- মুকুন্দকাটি, পোঃ- ইটিণ্ডা, থানা- বসিরহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৯২। **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৫৩৬৭২৭৯৯১৭ (এইচবিএল) শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর শাখা**	মৌজা - সিটি, জে.এল. নং ১০১, তৌজি নং ১৪৬, সাবেক হাল -১৪, আর.এস. দাগ নং ১২২১, এল.আর. দাগ নং ১১৯৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৯৯, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড, থানা- বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৫-এ অবস্থিত ২ কাঠা ১০ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এ.ডি.এস.আর.ও. বারাসাত-এ ২০১৩ সালের জন্য বুক- I, সিডি ভলিউম নম্বর ৩, পৃষ্ঠা ৩০৫৬ থেকে ৩০৬৭-এ নিবন্ধিত ০০৭১৫ নম্বর দলিল। সম্পত্তিটি প্রয়াত আলী উল্লাহ গাজীর ছেলে **কুতুবউদ্দিন গাজীর** নামে রয়েছে। **ভবনের সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : প্লট নং বি, দক্ষিণে : অন্যের জমি, পূর্বে : ৬ ফুট সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	১) ০৩.০৭.২০২৬ ২) ২২.০৯.২০২৬ ৩) ৩,০৫,৭৮০.০০ টাকা **(তিন লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশো আশি টাকা) যা ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ।
৩.	**শ্রী অমল কান্তি দে (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত সুবোধ কুমার দে **ঠিকানা :** গ্রাম- কামারথুবা, অতুল চন্দ্র সরণি, থানা হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩ **শ্রীমতী বেবি দে (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী অমল কান্তি দে **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩০৩৩৯০১৩৩৮৭ (এইচবিএল)** **শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর শাখা**	**১৭.০৩.২০০৩ তারিখে নিবন্ধিত আই-৮৭৩ নম্বর দলিল।** জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর.ও. এবং থানা হাবরা-র অধীনে ২৮৫ খতিয়ান নং, আর.এস. দাগ নং ৩৯৬-এর অন্তর্ভুক্ত পরগনা উখরা, মৌজা - কামারথুবা, জে.এল. নং ৭৩, আর.এস. নং ৩০৫, তৌজি নং ১৪-এ ১.২১ একরের মধ্যে ২১ ডেসিমেলের মধ্যে ৮.৬৬২ ডেসিমেলের বাইরে প্লট "এ"-তে ২.৮৯ ডেসিমেল বা ০১ কাঠা ১২ ছটাক কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে প্রাচীন অন্যান্য অধিকার, স্বাধীনতা, ইজমেন্ট, সংযোজন এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। **যার সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : স্বপন চন্দ এবং অন্যান্যদের পুকুর। দক্ষিণে : বিশ্বনাথ বিশ্বাস এবং অন্যান্যদের পুকুর। পূর্বে : তুলসী কোঠারির বাড়ি। পশ্চিমে : ননীগোপাল সাহার খালি জমি। সম্পত্তিটি **শ্রী অমল কান্তি দে এবং শ্রীমতী বেবি দে**-এর নামে রয়েছে।	১) ০১.০৭.২০২৬ ২) ২২.০৯.২০২৬ ৩) ২,২৪,৫৪৮.০০ টাকা **(দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ টাকা) যা ০১.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর জমে থাকা সুদ সহ আরও অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৬
স্থান : বিধাননগর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বাঁকুড়ায় তিন মাওবাদী শীর্ষ নেতার আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার আত্মসমর্পণ করলেন মাওবাদীদের ৩ শীর্ষ নেতানেত্রীর। বুধবার বাঁকুড়া পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে রাজ্য পুলিশের এডিজি আনন্দ কুমারের কাছে নিজেদের অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন জবা মাহাতো, নয়নতারা সাহু ও রামপ্রসাদ মান্ডি নামের ওই ৩ মাওবাদী নেতা নেত্রী। অস্ত্র ও জঙ্গলের জীবনকে ভুল দাবি করে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার তাগিদেই এই আত্মসমর্পণ বলে দাবি করেন মাওবাদীরা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সারা দেশকে মাওবাদী মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন। তারই প্রক্রিয়া হিসাবে সারা দেশেই মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে। ক্রমশই কোনঠাসা হচ্ছে মাওবাদীরা। এবার সেই প্রক্রিয়াতেই আরও বড় সাফল্য এলো। নিজেদের অস্ত্র-সহ বুধবার বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে আত্মসমর্পণ করলেন। জানা গেছে, জবা মাহাতো ও

নয়নতারা সাহু মাওবাদী সংগঠনের জোনাল কমিটির সদস্যা ছিলেন। অন্যদিকে, রামপ্রসাদ মান্ডি ওরফে শচীন বাংলা-ঝাড়খন্ড-ওড়িশা রিজিওনাল কমিটির কমান্ডার ছিলেন। ৩ জনই ২০০৬ সালের আশপাশে মাওবাদী সংগঠনে যুক্ত হন। গত ২ দশকে আত্মসমর্পণকারী ওই ৩ মাওবাদী নেতা নেত্রীর বিরুদ্ধে এরাজ্য-সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ৮০টিরও বেশি মামলা রয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহ ও অস্ত্র আইন-সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে। এদিন ২টি ইনসাস, ১টি একে-৪৭ বন্দুক ছাড়াও পুলিশের কাছে ১০টি ম্যাগাজিন ও ১৫৪ রাউন্ড কার্তুজ জমা দেন আত্মসমর্পণকারী ৩ মাওবাদী। বন্দুকগুলি এই রাজ্যে বিভিন্ন সময় পুলিশের কাছ থেকে মাওবাদীরা ছিনতাই করেছিল বলে জানা গেছে। আত্মসমর্পণকারী ৩ মাওবাদীর দাবি, একসময় জঙ্গলমহলের প্রতি বঞ্চনার কারণেই তাঁরা অস্ত্র ধরে জঙ্গলের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথ ভুল। তাই তাঁরা জঙ্গলের জীবন ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে চান। রাজ্য পুলিশের এডিজি বলেন, আত্মসমর্পণের প্যাকেজের সুযোগ যাতে এই মাওবাদীরা পান তার জন্য স্ক্রিনিং কমিটির কাছে আবেদন জানাবে রাজ্যের পুলিশ।

বাঁকুড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রের রাস্তা বেহাল

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: দুর্গাপূজা ও শীত দুয়ারে পর্যটকেরা যেকোন সময় আসতে শুরু করবে। অথচ জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গঙ্গাজলঘাটির গাংদুয়া জলাধার যাওয়ার রাস্তার এখনও বেহাল দশা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'গত কয়েক বছর ধরে রাস্তাটি ছোট, বড় গর্তে ভরে উঠেছে। বিগত সরকারের সময় বহু আবেদন জানানো হয়েছে রাস্তাটি মেরামতের জন্য। কিন্তু তার এতটাই বেহাল দশা, যে অ্যাম্বুল্যান্স বা ছোট গাড়ি তো দূরের কথা সাইকেল মোটরসাইকেলে চলাচল করাটাও ঝুঁকির। দীপাঞ্জন ভদ্র, শিবু চট্টরাজ, প্রমোদ ঘোষ বলেন, 'এই রাস্তা দেখে কবিতা মনে আসছে 'আমাদের ছোট নদী, চলে এঁকেবেঁকে, সারা বছর তাতে হাঁটু জল থাকে।' সৌরভ চ্যাটার্জি বলেন, 'বিগত সরকার গাংদুয়া জলাধারের অতীত ভুলতে পারেনি। একসময় চাষের জন্য শালীনদীর ওপর এই জলাধার করা হয়েছিল।

তাই বাঁকুড়া রানিগঞ্জ রাস্তা থেকে জলাধারে ঢোকার রাস্তাটিকে চাষের উপযুক্ত করে রেখেছিল বিগত সরকার। তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সিকদারডাঙা, ভৈরবপুর, ঘোড়ামারা, অমরকানন কলেজ, বিদ্যুৎ দপ্তরের সাব-স্টেশন, গাংদুয়া পর্যটন কেন্দ্র, বালিডিহা, মাড়য়া, বারালি, মল্লিকডিহি, উখ ড়াডিহি প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের।' তাঁদের আশা বর্তমান সরকার রাস্তা সহ গাঙদুয়া উন্নয়নে জোর দেবে। তাঁদের বক্তব্য, ভারী বৃষ্টি বা ভরা বর্ষায় লকগেট দিয়ে জল ছাড়ার দৃশ্য দেখার মত। অনেকে আসতেন এই দৃশ্য দেখতে। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেদিকে। যান না। মাধব মুর্মু, সত্যেন মুর্মু ও গুরু প্রসাদ মিত্ররা জানান, 'রাস্তা-সহ গাংদুয়া এলাকা উন্নয়নে জোর দিক পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ।' তরুণ কুণ্ডু ও মনোজ হেমব্রমের কথায়, 'এই রাস্তাটি মেরামত ও সম্প্রসারিত করে বারালি, শুয়াবাসা ও ভারাডিহি হয়ে শুশুনিয়া পাহাড় ও কুশথোল রাস্তায় যুক্ত করা হলে পর্যটনের প্রসার যেমন ঘটবে, তেমনি অসংখ্য আদিবাসী গ্রাম ও আদিবাসী শিল্পীরা উপকৃত হবে।' এই জলাধার থেকে মাত্র ৮-১০ কিলোমিটার দূরত্ব শুশুনিয়া পর্যটন কেন্দ্রের। গাঙদুয়া মানেই নীল বিস্তৃত জলাধার ও সবুজ প্রকৃতি। জলাধারের চারপাশে ইউক্যালিপটাস ও শালের ঘন জঙ্গল। নীল জলরাশি ও সবুজের মেলবন্ধনের এক অপূর্ব দৃশ্য। পর্যটকদের জন্য জলাধারে শান্ত জলে নৌকাবিহার বা বোটিং এই জলাধারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার মত। শীতকালে এখানে প্রচুর পরিযায়ী পাখির আনাগোনা ঘটে। পাখি দেখতে প্রকৃতিপ্রেমী ও পক্ষীবিদেরা এখানে আসেন। ভোরের দিকে পাখির কলকাকলি মন ভরিয়ে দেয়। শীতের মরশুমে স্থানীয় মানুষ এবং দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য পিকনিক পার্টি ভিড় জমায়। পর্যটকদের কাছে এটি একটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট হিসেবে পরিচিত। জলাধারের চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ড্যামের জল ছাড়ার দৃশ্য এবং সূর্যাস্তের সময় ছবি তোলার জন্য এটি একটি আদর্শ স্থান। এই জলাধবার থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে রয়েছে কোনও পাহাড়। এই পাহাড়ের চূড়ায় মা পার্বতীর একটি সুন্দর মন্দির রয়েছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে চারপাশের প্রকৃতির দৃশ্য দেখা যায়।

বিবি কলেজে বহিরাগতদের তাণ্ডব-কাণ্ডে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের বিবি কলেজে, কলেজ ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবিতে, বুধবার আসানসোল দক্ষিণ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বিক্ষোভের পাশাপাশি থানার সামনে জিটি রোড অবরোধ করা হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অভিযোগ সোমবার কলেজে এক অনুষ্ঠান চলাকালীন বহিরাগতরা এসে ছাত্রছাত্রীদের মারধর করে। সিসিটিভি ফুটেজে সেই মারধরের ঘটনা ধরা পড়েছে। এই ঘটনার পর আসানসোল দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরেও এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তারই প্রতিবাদে আসানসোল দক্ষিণ থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের দাবি,

এই ঘটনায় অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশ তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। ছাত্রনেতা তথা এবিভিপির, আসানসোল সাংগঠনিক জেলার মিডিয়া কনভেনার মানিক চক্রবর্তী বলেন, 'অনুষ্ঠান চলাকালীন কলেজে একদল বহিরাগত এসে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর যেভাবে হামলা করেছে, তা কোনদিনই বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য তিন দিন সময় চেয়েছে। সিসি ক্যামেরায় সমস্ত ঘটনা ক্যামেরাবন্দি রয়েছে। পুলিশ যদি অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করে তাহলে আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন করবে এবিভিপি।'

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরকীয়া সম্পর্কের সন্দেহ করে স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা অভিযোগ উঠল স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ি লোকেদের বিরুদ্ধে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশীর বাড়িতে ছুটে যান ওই গৃহবধূ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে গৃহবধূর পরিবার। শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল অভিযুক্ত স্বামী এখনও অধরা বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীর দেশওয়ালি পাড়া এলাকায়। জখম ওই গৃহবধূর নাম প্রেমা গুপ্তা সিংহ (২৪)। বাসাবাড়িতে আয়ার কাজ করেন। অভিযোগ, এদিন কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পরই স্বামী মিঠুন সিংহ তাঁকে সন্দেহেরবশে মারধর করেন। এরপর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। কোনওক্রমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে ছুটে যান প্রেমা। তাঁকে প্রথমে বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালে তালপুকুর এলাকার মিঠুনের সঙ্গে প্রেমার বিয়ে হয়। তাঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য অশান্তি চলছিল বলে অভিযোগ। আত্মীয়-প্রতিবেশীদের মধ্যস্থতায় মাত্র দু'মাস আগে ফের সংসার শুরু করেছিলেন তাঁরা।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের আসনে বিজেপি নেতা

রাজনৈতিক ভাষণে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এক অবোধ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দলীয় বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকের আসনেই সোজা গিয়ে বসলেন এক বিজেপি নেতা। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার অন্তর্গত বলগোনা শুশুনদিঘি হাই স্কুলের ক্লাসরুমে ঘটেছে এই ঘটনা। অভিযুক্তের নাম সুব্রত গোস্বামী, যিনি ভাতার বিধানসভার বিজেপির কনভেনর পদে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক আলোড়ন তৈরি হয়েছে সমগ্র ভাতার জুড়ে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি ওই স্কুলে প্রবেশ করে সরাসরি একটি ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েন বিজেপি নেতা সুব্রত গোস্বামী। শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে 'বিকশিত ভারত' এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিতে শুরু করেন। ঘটনার সময় যে শিক্ষকের ওই ক্লাসে থাকার কথা ছিল, তাঁকে বিজেপি নেতার পাশেই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যে ক্লাসরুমের চার দেওয়ালে মুক্ত চিন্তা, নিরপেক্ষ শিক্ষা আর মেধার বিকাশ ঘটার কথা, সেখানে একজন শিক্ষকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে রাজনৈতিক নেতার এমন চেয়ার দখল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। একজন শিক্ষকের সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে স্কুলের মতো পবিত্র জায়গায় কীভাবে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এমন আচরণ করতে পারেন, তা নিয়ে সরব হয়েছেন শিক্ষানুরাগী মহল। এই প্রসঙ্গে অভিযুক্ত বিজেপি কনভেনর সুব্রত গোস্বামীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি, ফলে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বাম যুব সংগঠনের নেতা শেখ সাদ্দাম বলেন, 'স্কুলের মতো নিরপেক্ষ জায়গায় শিক্ষকের আসনে বসে কোনো নেতার রাজনৈতিক ভাষণ দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এতে শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষকের সম্মান চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।' পুলিশ ও বিদ্যালয় প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর সকলের।

বালুরঘাটে সিডিপিও-কে স্মারকলিপি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কাজের স্থায়ীকরণ, প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যে এককালীন ভাতা প্রদান, পেনশন ও গ্র্যাচুইটির আওতায় আনা-সহ ১০ দফা দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার-কে স্মারকলিপি প্রদান করলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। বুধবার সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ও বালুরঘাট থানা কমিটির যৌথ উদ্যোগে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলি পরিক্রমা করে সিডিপিও দপ্তরে পৌঁছায় এবং সেখানে প্রতিনিধি দল গিয়ে আধিকারিকের হাতে দাবিপত্র তুলে দেয়। আন্দোলনকারীদের প্রধান অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আইসিডিএস প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করা সত্ত্বেও তাঁদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ ৫২ বছর ধরে সাফল্যের সাথে এই প্রকল্প চললেও সঠিক সময়ে ভাতা প্রদান নিয়ে অনিয়ম রয়ে গেছে। বর্তমানে মাসের শেষে প্রায় ২৩ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ভাতা ঝুলিয়ে রাখা হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যেই রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়ের প্রাপ্য এককালীন ভাতা পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত জ্বালানি ও সবজির বকেয়া বিল নিয়মিত মেটানোর দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের জেলা সহ-সম্পাদিকা লতা বিশ্বাস জানান, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা ও রায় অনুযায়ী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।' দুই বা তিন মাস অন্তর বকেয়া বিল ফেলার মানসিকতা বন্ধ করার আর্জি জানান তিনি। তা না-হলে আগামী দিনে তাঁরা জেলা ছাড়িয়ে দেশজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারিও দেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পূর্ত দপ্তরে বামেদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: খানা-খন্দে ভরা রাস্তা। কোথাও তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, কোথাও আবার উঠে গিয়েছে রাস্তার পিচ। বেহাল রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে আটকে পড়ছে অ্যাম্বুলেন্স থেকে যাত্রীবাহী গাড়ি। ঘটছে দুর্ঘটনাও। রাস্তার এমনই বেহাল দশার অভিযোগ তুলে এবার পূর্ত সড়ক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল সিপিআইএম। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবিতে দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন বাম নেতৃত্ব। সিপিআইএমের অভিযোগ, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে ডঃ বি.সি. রায় এভিনিউয়ের ৭ নম্বর গেট থেকে সুকান্তপল্লী মোড় পর্যন্ত রাস্তার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দের কারণে প্রতিদিনই সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। বেহাল রাস্তার জেরে যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটছে। জরুরি পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে যাত্রীবাহী গাড়ি সবকিছুকেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি এই রাস্তার কারণে দুর্ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি বামেদের।

আড়াবাড়ির জঙ্গলে হাতির হানায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের আড়াবাড়ি রেঞ্জের জঙ্গলে অবস্থিত একটি হাতির হানায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মিরগা বিটের বেনাগেড়িয়ার জঙ্গলে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম গঙ্গাধর দোলুই। তাঁর বাড়ি চুয়াশোল এলাকায়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, হাতির হানায় মৃত ব্যক্তি জঙ্গলে ছাতু কুড়োতে গিয়েছিলেন। গভীর জঙ্গলে দুর্গাছাতু তোলার সময় হাতির মুখোমুখি হলে হাতিটি শুঁড়ে ধরে আছাড় মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করার পর মেদিনীপুর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় বলে জানা গেছে।

চন্দ্রকোনায় ১৪টি গরু উদ্ধার গ্রেপ্তার চালক ও খালাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার পুলিশের অভিযানে ১৪টি গরু-সহ একটি আইচার গাড়ি আটক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাতের অন্ধকারে শ্রীনগর, পলাশচাবড়ি রাজ্য সড়কের সিমলা সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় গাড়িটি আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করা হলে চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর পুলিশ ধাওয়া করে গাড়িটি আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে ১৪টি গরু উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় গাড়ির চালক মিল্টন মণ্ডল এবং খালাসি সাহাবুদ্দিন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গরুগুলি বর্তমানে চন্দ্রকোনা থানায় রাখা হয়েছে। গরুগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুড়ি খাওয়ার সময় হঠাৎ বুকে যন্ত্রণায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: সকালে জলখাবার খাওয়ার সময় মর্মান্তিকপরিণতি। হঠাৎই বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এক প্রৌঢ়। ঘটনাটি ঘটেছে মন্তেশ্বর ব্লকের ধেনুয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম বলরাম ঘোষ, আনুমানিক বয়স ৫৫ বছর। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ধেনুয়ার বাসিন্দা বলরাম ঘোষ সকালে নিজের বাড়িতে বসে মুড়ি খাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই তিনি বুকে অসহ্য যন্ত্রণার কথা জানান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পরিবারের সদস্যরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই পথেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে সন্দেহ করা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, তীব্র হৃদরোগে (হার্ট অ্যাটাক) আক্রান্ত হয়েই এই অকালমৃত্যু। মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার আকস্মিকতায় গোটা পরিবার এবং এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ব্যান্ডেলে এফডি জালিয়াতি, গ্রেপ্তার ব্যাঙ্কেরই এক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বেসরকারি একটি ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি) করেছিলেন অনেকে। ব্যাঙ্কের তরফে তাঁদের দেওয়া হয়েছিল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য নথিও। ব্যাঙ্কের পাঠানো কর্মীর কথায় ভরসা করে জমা করেছিলেন মোটা অঙ্কের টাকা। কিন্তু এখন মাথায় হাত পড়েছে ওই গ্রাহকদের। কারণ, সেই নথি নিয়ে ওই ব্যাঙ্কের ব্যান্ডেল শাখায় যাচাই করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, সংশ্লিষ্ট এফডি'র নামে থাকা অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা জমা নেই। গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ব্যাঙ্ক কর্মীকে। এই নিয়ে তদন্ত চলছে বলেও জানিয়েছেন ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তবে, ওই জমা দেওয়া টাকা আদৌ ফেরত পাওয়া যাবে কি না তা নিয়েই উদ্বিগ্ন গ্রাহকরা।

সূত্রের খবর, বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যান্ডেলের ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কে বহু মানুষ তাঁদের সঞ্চিত টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে আসছিলেন। অভিযোগ, ব্যাঙ্কের কর্মী নিখিল গুপ্তাই গ্রাহকদের এফডি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তাঁদের টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। এফডি করার পর গ্রাহকদের হাতে ব্যাঙ্কের প্যাডে তৈরি সার্টিফিকেট ও রসিদ দেওয়া হত। সেই নথিতে ব্যাঙ্কের নাম এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীর এমপ্লয়ি কোড-সহ স্ট্যাম্পও ছিল বলে দাবি গ্রাহকদের।

তবে, দিন কয়েক আগে এই নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় ব্যাঙ্কের শাখা গিয়ে নথিগুলি যাচাই করান ব্যান্ডেলের বাসিন্দা। তখনই তাঁকে জানানো, সেখানে কোনও টাকাই জমা নেই। বিষয়টি জানার পর কার্যত মাথায় হাত পড়ে তাঁর। একই অভিজ্ঞতা হয়েছে আর এক গ্রাহকের। এর পরেই ব্যান্ডেল মোড়ের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন একাধিক গ্রাহক। তাঁদের দাবি, প্রথমে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে নিখিল গুপ্তাকে। তবে ঠিক কত জন গ্রাহক এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখেছেন আধিকারিকরা বলে জানিয়েছে ওই ব্যাঙ্কের শাখার ম্যানেজার বিপ্লব কুমার মণ্ডল।

অন্ডালে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডাল থানার অন্তর্গত কাজোড়া পঞ্চায়েতের কুলবাগান এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম গৌতম বাগদি (৩৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল থেকেই গৌতমের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও তাঁর সন্ধানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি নির্জন স্থানে গৌতমকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গৌতমের মৃত্যুর নেপথ্যে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশি তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্কুলশিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি

'দ্রোণাচার্য পুরস্কার'-এর জন্য মনোনীত পুরশুড়ার প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অবদান ও নেতৃত্বদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'দ্রোণাচার্য পুরস্কার ২০২৬'-এর জন্য মনোনীত হলেন পুরশুড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমজিৎ মাইতি। ইতিমধ্যেই টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের পক্ষ থেকে তাঁকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে এই সম্মানের কথা জানানো হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুরশুড়া হাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের মধ্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের পক্ষ থেকে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে জানানো হয়েছে, স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের

জন্য রাজ্যের অন্যতম সেরা প্রধানশিক্ষকের স্বীকৃতি হিসেবে সৌমজিৎ মাইতিকে 'দ্রোণাচার্য পুরস্কার'-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আগামী ২৪ নভেম্বর ২০২৬, দুপুর ১২টায় কলকাতার সল্টলেকের টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পুরশুড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে সৌমজিৎ মাইতির এই স্বীকৃতিকে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান হিসেবেই দেখছেন না, বরং পুরশুড়া হাই স্কুলেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে করছেন। স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ, পড়াশোনার মানোন্নয়ন, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। এই সম্মান প্রসঙ্গে পুরশুড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমজিৎ মাইতি বলেন,'এই স্বীকৃতির খবর পেয়ে আমি অবশ্যই আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। তবে আমি মনে করি, কোনও একজন মানুষের একার পক্ষে একটি বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই সম্মানের সঙ্গে আমার বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের অবদান জড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা ছাড়া এই জায়গায় পৌঁছনো সম্ভব হত না।' আগামী ২৪ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্মান গ্রহণ করবেন তিনি। তাঁর এই মনোনয়নকে ঘিরে পুরশুড়া হাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

আনন্দ পর্বতে কিশোর খুনের কিনারা পুলিশের, ধৃত এক

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: সাত ঘণ্টার মধ্যে আনন্দ পর্বত থানা এলাকায় কিশোর খুনের রহস্য ভেদ করল দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনায় ১৯ বছর বয়সি এক যুবককে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি দু'জন নাবালককে (বয়স ১৭ ও ১৫) আটক করা হয়েছে। অপরাধে ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২২ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আনন্দ পর্বত এলাকায় এক কিশোরকে ছুরিকাঘাত করার বিষয়ে একটি পিসিআর ফোন কল আসে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত থান সিং রোডের ১৬ নম্বর গলিতে পৌঁছয় এবং সেখানে ১৭ বছর বয়সি এক কিশোরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে জীবন মালা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরপরই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, টেকনিক্যাল সার্ভিল্যান্স এবং নিজস্ব সোর্স মারফত প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তিনজনকে শনাক্ত করা হয়। এরপর রাতেই আনন্দ পর্বত এলাকা থেকেই অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হয়।

জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, ১৬ নম্বর গলিতে হাঁটার সময় পথচলতি ওই কিশোরের সঙ্গে অভিযুক্তদের সামান্য ধাক্কা লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বচসা ও হাতাহাতি শুরু হয়। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা ছুরি বের করে ওই কিশোরকে এলোপাথাড়ি আঘাত করে পালিয়ে যায়। গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের নাম তুষার (১৯), সে আনন্দ পর্বতেরই বাসিন্দা। তার সঙ্গে থাকা অপর দুই কিশোরের বয়স যথাক্রমে ১৭ ও ১৫ বছর। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ট্রেনের ধাক্কায় চার ছাত্রের মৃত্যু, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

হায়দরাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর: অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার টেক্কালি মণ্ডলের রাভিভলাসা এলাকায় বুধবার দুপুরে স্টেট রানি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় চার ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে আরও এক ছাত্র। পুকুর থেকে মাছ ধরে ফেরার সময় বার্মা কলোনির কাছে রেললাইন পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তারা।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম বিশাখা রাও, দিলীপ, শরদ এবং শিব। আহত ছাত্র সালমান রাজুকে টেক্কালির সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। টেক্কালি থানার এক আধিকারিক জানান, ভুবনেশ্বর থেকে গুনুপুরগামী স্টেট রানি এক্সপ্রেস রেললাইন পার হওয়া ছাত্রদের ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই চার ছাত্রের মৃত্যু হয়। আধিকারিকের মতে, মৃত ও আহত সকলেই ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং টেক্কালির সরকারি এসসি/এসটি ছাত্রাবাসে থাকত। তারা সকলেই টেক্কালি মণ্ডলের দামরু গ্রামের বাসিন্দা।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ ও প্রশাসনকে জানান। পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পুলিশ মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করে প্রাথমিক তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। এদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি আধিকারিকদের কাছে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। আহত ছাত্রকে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

'৮ বছরে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ৬০ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত'

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নত মানের ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' সাফল্যের সঙ্গে আট বছর পূর্ণ করল। এই বিশেষ মাইলফলকে বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্সে' বার্তা দিয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় জানান, ঠিক আট বছর আগে প্রত্যেক ভারতবাসীর দোরগোড়ায় মানসম্পন্ন চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল। বর্তমানে দেশের ৬০ কোটিরও বেশি সুবিধাভোগী বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুবিধা পাচ্ছেন। এর ফলে আয়ুষ্মান ভারত আজ বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ এক ধাক্কায় বহুলাংশে কমে যাওয়ায় দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ আর্থিকভাবে রেকর্ড পরিমাণ সাশ্রয় করতে পেরেছেন। চিকিৎসা করাতে গিয়ে সাধারণ পরিবারগুলোকে যাতে ঋণের মুখে পড়তে না-হয়, তা নিশ্চিত করেছে এই প্রকল্প।

তৃণমূল স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পরিকাঠামো কতটা মজবুত হয়েছে, তার খতিয়ান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, চিকিৎসা পরিষেবা এখন প্রতিটি মানুষের ঘরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। দেশজুড়ে গড়ে ওঠা 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির'গুলোতে ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটিরও বেশি বার মানুষ এসে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। আট বছর পূর্তির এই ঐতিহাসিক ক্ষণে প্রকল্পের সমস্ত সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

'তরুণদের প্রচেষ্টায় ২০৪৭ সালের আগেই ভারত বিকশিত রাষ্ট্র হবে'

ভাদোদরা, ২৩ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছেন, তরুণদের প্রচেষ্টায় ২০৪৭ সালের আগেই ভারত একটি বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বুধবার গুজরাতের ভাদোদরায় মহারাজা সয়াজিরাও ইউনিভার্সিটি অফ বরোদার ৭৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, শিক্ষা তখনই সার্থক হয় যখন তা দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানো হয়।

রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, বর্তমানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিগত রূপান্তর ঘটছে। তিনি আরও

বলেন, বর্তমানের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বহুমুখী বা বহু-বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গিই হলো সমাধান। এছাড়া, শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের বিষয়টিও তিনি প্রশংসা করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু ১২,৬০০-এরও বেশি শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করেন এবং ১৬০ জন শিক্ষার্থীকে মোট ২০১টি স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। ডিগ্রিপ্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানান রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রতও।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে কাঠমাণ্ডুতে বাড়ল বৃষ্টির আশঙ্কা

কাঠমান্ডু, ২৩ সেপ্টেম্বর: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি নিম্নচাপের প্রভাব নেপালে অনুভূত হতে শুরু করেছে। এই সিস্টেমের প্রভাবে এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বুধবার দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি হচ্ছে।

আবহ বিদ ডেভিড ধাকালের মতে, নিম্নচাপ সিস্টেমটির আংশিক প্রভাব বাগমতী প্রদেশ থেকে পূর্ব নেপাল পর্যন্ত অনুভূত হতে শুরু করেছে। তবে, গণ্ডকী প্রদেশে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব এখনও দেখা যায়নি। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই বৃষ্টিপাত নিম্নচাপ সিস্টেম এবং মৌসুমি বায়ুর কারণে হচ্ছে। বুধবার বাগমতী প্রদেশে সারাদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও একটানা বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

আবহবিদ ধাকালের মতে, কাঠমান্ডুতে সারাদিন থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং রোদ ওঠার সম্ভাবনা কম। সকাল থেকেই মধেসি অঞ্চল মেঘে ঢাকা রয়েছে। তিনি জানান যে, নিম্নচাপটি এখন একটি গভীর নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি বুধবার সন্ধ্যা বা বৃহস্পতিবার নাগাদ স্থলভাগে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আগামী দিনগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে পারে। বুধবারের তুলনায় বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে উঁচু পর্বত এবং হিমালয় অঞ্চলে ভারী তুষারপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। চলমান পর্বতারোহণ মৌসুমের কথা বিবেচনা করে আবহাওয়া বিভাগ ইতোমধ্যেই লাল সতর্কতা জারি করেছে।

জয়শঙ্করের সঙ্গে নেপালি বিদেশমন্ত্রী খানালের বৈঠক

কাঠমান্ডু, ২৩ সেপ্টেম্বর: ৮১তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের পার্শ্ব বৈঠকে নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

বৈঠক চলাকালে, নেপালের বিদেশমন্ত্রী খানাল নেপালে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ভটেকোশি বন্যার পরপরই প্রদত্ত সংহতি এবং উল্লেখযোগ্য সহায়তার জন্য ভারত সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানান। নেপালের বিদেশ মন্ত্রণালয় অনুসারে, বৈঠকে দুই মন্ত্রী নেপাল-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা নেপাল ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়েও আলোচনা করেন।

District Information & Cultural Office, Paschim Medinipur
CORRIGENDUM NOTICE
Sub: Extension of Last Date and Time for Submission of e-Tender
Ref.: Notice Inviting e-Tender vide Memo No. 640/ICA/Paschim Medinipur, dated 08/09/2026
Tender ID - 2026_ICAD_1041149_1 (for details visit https://wbtenders.gov.in)

Sl. No.	Events	Date & Time
1	Bid Submission closing (On line)	26/09/2026 1.00 p.m.
2	Date of opening of Technical Bid (online)	28/09/2026 3.00 p.m.

Memo no- 693(3)/Advt./ICA/Paschim Medinipur Dated- 23.09.2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Madhumita Das,** Father's Name - **Khokan Das,** of Vill - 6 No. Goranbose, PO - Nafarganj, PS - Basanti, Dist - South 24 Pgs, Who has been missing since 12.07.2025, at about 10.00 hrs, Residential area under Basanti PS, Description of this Missing person is: **Age** - 17 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 2 Inch (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Pink & Black Salwar, **Language** - Bengali. **Identification Mark** - A black mole on the nose. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1451(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & waterways Directorate
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-NIT NO.- 07/WBMIFMP/Hwh/2026-27/Security(2nd Call) Encrypted electronic bids are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 1 (One) no. Work(Engagement of Security Gurd) (2nd Call). Last date & time of Bid submission is 08.10.2026 till 13:30 Hours IST. Other details may be seen in the website www.tenders.wb.gov.in and www.wbiwd.gov.in and in the office of the undersigned on and from 24.09.2026 at 16:30 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Howrah Irrigation Division. ONKARMAL JETIA ROAD, P.O.-BOTANICAL GARDEN P.S.-SHIBPUR, DISTRICT-HOWRAH, PIN-711103.

ICA- T18103(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012, Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named "Electrical Installation including SITC of Air Conditioning arrangement in the proposed office of HOD/Philosophy, Presidency University, College street Campus, Kolkata." Vide e-tender no. WBPWD/AE/LBESD/eNIQ-13(2nd Call) of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5074061_1. Bid submission end date (online) for the job is 01.10.2026 upto 1.30 P.M. detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in and http://pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer, PWD, Lalbazar Electrical Sub-Division

ICA- T18115(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, PWD, R.G.Kar Hospital Sub-Division are follow/follows. **NIT NO.,ID & Last date. WBPWD/AE/RGKHSD/eNIT-12/2026-27,** 2026_WBPWD_5074223_1, 2026_WBPWD_5074223_2, 2026_WBPWD_5074223_3 & 2026_WBPWD_5074223_4. Date 10/10/2026, 11:00 PM. Remarks: Details shown in **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, R.G. Kar Medical College & Hospital Sub-Division PWD.

ICA- T18132(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office e-Tender against Ref. no. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-47/2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5023443_1 is hereby further extended up to 29/09/2026 upto 15:00 P.M. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., High Court Elecl Sub-Divn., SC Building, Calcutta High Court.

ICA- T18127(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-50/2026-27; Tender ID : 2026_WBPWD_5074031_1. Name of Work : Supply and delivery of 23" desktop gooseneck condenser microphone for different Court Rooms at Calcutta High Court. Bid Submission End Date : 30/09/2026 upto 14:00 hrs. Website : **https://etender.wb.nic.in** or **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.

ICA- T18128(1)/2026

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Authpur Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **01/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Bhatpara Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **01/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Kankinara Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **01/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Shyamnagar Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **01/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual Maintenance Contract of Electrical Installation of whole system at NIC, Vidyut Bhawan, DJ Block, Sector II, Bidhannagar, Kolkata-91". Tender No: **WBPWD/EE/BED/e-NIQ-97/2026-27** & e-Tender ID No. **2026_WBPWD_5021566_1**

Bid submission Closing Date (Online)	22.09.2026 up to 15:00 Hrs.	29.09.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	24.09.2026 at 15:05 Hrs.	01.10.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in.**
SD/- Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/ ২১(নোটিস)/৭৮৪, তারিখঃ ২২.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.ঃ ১, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৬২-আর, কাজের নামঃ** এইএন/টিআর/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/হাওড়ার অধীনে কার্যকারী গ্যাং নং. ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১,১২, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮ এবং এসএসই/পি.ওয়ে/বামনগাছির অধীনে কার্যকারী গ্যাং নং. ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭-এর জন্য গ্যাং হাটের ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৫,৭৪,৮৬৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৫১,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ২, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২৪-আর, কাজের নামঃ** তালিত স্টেশনে পুরনো ও জীর্ণ প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশনকে ইআই-তে প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪১,৭১,১৫১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৮৩,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৩, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৩৪-আর১, কাজের নামঃ** হাওড়ায় প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশনের ১০০ স্থানে/স্টেশনে/কেবিনে এয়ার কন্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৮৩,২১,৪২২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৭,৬৬,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৪, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৭১-আর, কাজের নামঃ** ''সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে লিলুয়া, বেলুড় (এবিও), কোন্নগর (এবিও অ্যান্ড এমবিও), হিন্দমোটর (এবিও অ্যান্ড এমবিও), উত্তরপাড়া (এবিও অ্যান্ড এমবিও), বৈদ্যবাটী, মানকুণ্ডু, হরিপাল, আরামবাগ, মায়াপুর, দেবীপুর, পাণ্ডুয়া, বৈঁচিগ্রাম এবং রসুলপুর স্টেশনের বুকিং অফিসে সুবিধাদির আপগ্রেডেশন সহ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন/নবীকরণ'' সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৩,৯৮,২৫৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ২,০৮,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-347/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ময়দান

অবশেষে মিটল পাসপোর্ট সমস্যা! ১০ দিনের মধ্যেই এফিয়ংকে পাওয়ার আশা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে কিছুটা স্বস্তি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভারতে আসার পথে যে বাধা তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার এফিয়ং। পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এত দিন ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছিল তাঁর। সেই সমস্যা মিটিয়ে ইতিমধ্যেই ভিসার আবেদন করেছেন তিনি। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যেই কলকাতায় এসে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন এই নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পর থেকেই এফিয়ংকে নিয়ে প্রত্যাশা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু দলের সঙ্গে তাঁর যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে আচমকাই তৈরি হয় জটিলতা। গত মরশুমে পাঞ্জাব এফসির হয়ে খেলার সময় ভারতে আসতে তাঁর কোনও সমস্যা হয়নি। সেই কারণেই এ বারও বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছিল নানা প্রশ্ন। চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরেও কেন কলকাতায় আসতে পারছেন না তিনি, তা নিয়ে লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল কৌতূহল।

শেষ পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার নেপথ্যে ছিল তাঁর পাসপোর্ট নিয়ে জটিলতা। গত কয়েক দিন ধরেই সেই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছিল।

খুশির আমেজ মোহনবাগানে, জয় দিয়ে আইএফএ শিল্ড শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা ট্রফি যে ক্লাবের পরিবেশ বদলে দিতে পারে, সেটার জলজ্যান্ত উদাহরণ মোহনবাগান ক্লাব তাঁবু। কলকাতা লিগ জয় যাবতীয় আক্ষেপ মিটিয়ে দিল মেরিনার্সদের। বুধবার কলকাতা লিগ ট্রফিও এল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে ফুটবলারদের হাত ধরেই। এদিন ঘরের মাঠে আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে ৬-০ গোলে শ্রীনিধি ডেকান এফসিকে হারাল মোহনবাগান। সেই জয়ের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গেল মোহনবাগানের সমর্থকদের মাঝেই ট্রফি জয়ের উৎসব করলেন সায়ন-শুভাশিসরা। এরপর প্রণয়-প্রিতমের শ্রীনিধিকে সহজেই হারাল মোহনবাগান।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল কোচ পানোসের বাগান। ৫ মিনিটে ছাংতের কর্নার থেকে মিগুয়েলের হেড শ্রীনিধির গোলকিপারের হাতে জমা পড়ে। ৮ মিনিটেই গোল পেয়ে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। দেজান দ্রাজিচের মাইনাস থেকে অভিষেক সূর্যবংশীর গোলে ১-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ১৫ মিনিটে আবারও সুযোগ, ছাংতের ক্রস মিগুয়েল শট নিতে ব্যর্থ। ২৪ মিনিটে শ্রীনিধি অধিনায়ক আদ্রিয়ানোর কাছে বড় সুযোগ ছিল, তাঁর শট বিশাল কাইথ বাঁচিয়ে দেয়। ফিরতি বলে আবারও আদ্রিয়ানোর শট বিশাল বাঁচায়। ৩৮ মিনিটে ছাংতের থেকে মিগুয়েল বল পেয়েও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। ৪০ মিনিটে শ্রীনিধির অধিনায়ককে দীপক টাংরির ফাউল। ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেন রেফারি। শ্রীনিধির পাপের ফ্রি-কিক থেকে বল এসে লাগে আলবার্তোর। চোট পান তিনি, যদিও খেলা চালিয়ে যান। ৪৪ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর পাস থেকে মিগুয়েল বল পান, ছাংতে গোল করেন। ৫২ মিনিটে আবারও ছাংতের গোল। বাঁদিক থেকে ম্যাকলারেনের ক্রস ছাংতের গোলে ৩-০ এগিয়ে গেল বাগান শিবির। ৫৯ মিনিটে মিগুয়েলের পাস বক্সের বাঁদিক থেকে বল প্রীতম কোটালের পা ছুঁয়ে ছাংতের কাছে যায়, সেখান থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন ছাংতে। ম্যাকলারেনের পরিবর্তে বাগান জার্সিতে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামলেন লি এরউইন। ৮০ মিনিটে ডানদিক থেকে কিয়ান নাসিরির পাস সন্দীপ মালিকের গোলে ৫-০ করল মোহনবাগান। ৮২ মিনিটে ছাংতের ক্রস ডানদিক থেকে লি এরউইন হেডার থেকে গোল করে স্কোরকার্ড ৬-০ করেন।

আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে মোহনবাগানের ঘরের মাঠে ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্তের পাশে বসে ম্যাচ দেখছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, উত্তর কলকাতা বিজেপির সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষও।

লন্ডনে ক্যাপিটাল কিডস ক্রিকেটের হেডকোয়ার্টার্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সম্মানিত হলেন মঈন বিন মাকসুদ।

আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে নামার আগে কলকাতা লিগ ২০২৬ জয়ের উদযাপন মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের ক্লাব লনে। পতাকা উত্তোলন করলেন সভাপতি দেবাশিস দত্ত। উপস্থিত ছিলেন সচিব সৃঞ্জয় বসু, মোহনবাগানের ফুটবলার ও কর্মকর্তারা। কলকাতা লিগের ট্রফি দলের হাতে তুলে দেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আসছে মা...

ছবি: অদিতি সাহা

দেবী চণ্ডী বা দুর্গা ছিলেন অনার্যদের দেবী

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

শরতের সোনাঝরা আলো, কাশফুলের দোলা আর শিউলির গন্ধ নিয়ে বৎসরান্তে বাঙালির 'পুজো' আসে। এ পুজো আপামর বাঙালির প্রাণের পুজো। ছোট থেকে বড় সবাই এই পুজোর আনন্দ যজ্ঞে নিজেকে অংশীদার করে তোলার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। শারদীয় ভোরে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালির মহাদেবী বন্দনা।

আজ যা বাংলার তথা আর্যদের সবচেয়ে বড় উৎসব তাঁর আদিম শিখাটি কিন্তু বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডের আগুন থেকে জন্ম নেয়নি। তাঁর প্রাচীন উৎসটি লুকিয়ে আছে এই উপমহাদেশের প্রাক-আর্য, আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণীর আরণ্যক অন্ধকারে। আজ যাঁকে আমরা রাজরাজেশ্বরী, সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দিনী বা দুর্গা রূপে পূজা করি, ইতিহাসের অণুবীক্ষণে তিনি আসলে সিন্ধু সভ্যতার উর্বরতার প্রতীক, অরণ্যের ব্যাধ-শবরদের রক্ষাকর্ত্রী এবং লৌকিক সমাজের আদিম মাতৃকা চণ্ডী। নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় দেখা যায়, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সিলমোহরের গর্ভজাত উদ্ভিদের প্রতিমূর্তি কিংবা স্তন্যদাত্রী জননী-মূর্তির উর্বরতা কেন্দ্রিক ভাবনার আধুনিক রূপই হলেন দেবী দুর্গা।

আর্য আগ্রাসনের সমান্তরালে চলা এক দীর্ঘ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রক্ত-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে, ব্রাত্য ও অনার্যদের দেবী কালক্রমে বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির চোরাবালিতে হারিয়ে না গিয়ে নিজের আদিম শক্তি নিয়ে গ্রাস করেছিল শাস্ত্রীয় ধর্মকে। বনের পর্ণকুটির আর মাটির বেদি থেকে উঠে এসে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন শাক্ত দর্শনের সর্বোচ্চ সিংহাসনে। অনার্য সমাজে তিনি ছিলেন চন্ডী। সেই লৌকিক 'চণ্ডী' কীভাবে আর্যের পৌরাণিক 'দুর্গা' হয়ে উঠলেন; সেই রূপান্তরের ইতিহাস আসলে বিজিত অনার্য সংস্কৃতির এক নীরব, অথচ মহিমান্বিত বিজয়ের এক মহাকাব্য।

ইতিহাসের গবেষকেরা বলেছেন, দেবী দুর্গার আজকের যে শাস্ত্রীয় বা 'মহিষাসুরমর্দিনী' রূপ আমরা দেখি, তার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বাংলার আরণ্যক ও আদিম লোকসংস্কৃতিতেই। শুরুতে দেবী চণ্ডী বা দুর্গা ছিলেন গ্রামীণ ও লৌকিক দেবী, যিনি বনের পশুপাখি ও গ্রামকে রক্ষা করতেন। আদিম যুগে ব্যাধ, শবর, পুলিন্দ ও নিষাদদের মতো অনার্য উপজাতিদের দেবী ছিলেন চণ্ডী।কখনও মঙ্গলচণ্ডী, কখনও ওলাইচন্ডী কখনও বা বনদুর্গা, ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হয়েছিলেন তিনি। ।আদিম অনার্য উপজাতিদের জীবন ও জীবিকার সাথেই এই দেবীরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। দেবীর বাহন সিংহ বা বাঘ ছিল মূলত আদিবাসী সমাজের 'টোটেম' বা শক্তির প্রতীক।

দেবী চন্ডী ছিলেন বনের হিংস্র পশু, মহামারী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার লৌকিক ভরসা। শিকারী সমাজ (যেমন ব্যাধ) বনে প্রবেশ করার আগে তাঁর পূজা করত, যাতে হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং শিকারে সাফল্য আসে। কোনো মন্দির বা মূর্তির বালাই ছিল না। বনের কোনো নির্দিষ্ট গাছ, পাথর বা পাহাড়ের গুহাই ছিল এই দেবীদের অধিষ্ঠান।

সমাজ যখন শিকার ছেড়ে কৃষিতে প্রবেশ করল, দেবী তখন হয়ে উঠলেন শস্যের প্রতীক ।আজকের দুর্গোৎসবের মূল ভিত্তি যে নবপত্রিকা , সেটি আসলে আদিম সেই লোকায়ত শস্যপূজারই শাস্ত্রীয় রূপ। দুর্গাপূজায় ব্যবহৃত বেল পাতা, সিঁদুর, ধান, কলাগাছ, নবপত্রিকা, আমশাখা এবং শস প ও পশুবলির প্রথাগুলিও সম্পূর্ণভাবে অনার্য কৃষি ও আরণ্যক সমাজ থেকেই এসেছিল।

এই অনার্য সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক দলিল সম্ভবত মধ্যযুগের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এই কাব্যে দেখিয়েছেন দেবী চণ্ডী কোনো বৈদিক যজ্ঞের দেবী নন, তিনি ব্যাধ কালকেতু আর ফুল্লরার মতো অন্ত্যজ শ্রেণীর শিকারী সমাজের রক্ষাকর্ত্রী। তিনি পূজিত হন বনের পশুপাখির অধীশ্বরী রূপে। আর্য আগ্রাসনের সমান্তরালে চলা এক দীর্ঘ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে, বনের পর্ণকুটির আর মাটির বেদি থেকে উঠে এসে এই অনার্য দেবীই কালক্রমে মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্যম্'-এ স্থান পেয়ে গেলেন।

আসলে, আর্যরা যখন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে, তখন তারা স্থানীয় প্রভাবশালী লৌকিক দেব-দেবীকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে নিজেদের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তবে, শুরুর দিকে বৈদিক আর্যরা এই রক্তপ্রিয়, মাংসাহারী লৌকিক দেবীদের গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেছিল। কিন্তু অনার্য সংস্কৃতির গভীর প্রভাবের কারণে পরবর্তীকালে আর্য সমাজ এই দেবীদের নিজস্ব দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়। আর্য ঋষিরা লৌকিক দেবীর এই যুদ্ধংদেহী রূপকে বেদান্তের 'পরম ব্রহ্ম' এবং সাংখ্য দর্শনের 'প্রকৃতি' তত্ত্বের সাথে যুক্ত করলেন। ফলে, গ্রামের অনার্য উপজাতিদের 'চণ্ডী' পুরাণে এসে হয়ে ওঠেন সমগ্র মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি বা 'মহামায়া'।

মহাভারত এবং হরিবংশে দেবীকে প্রথমবার বিন্ধ্য পর্বতের বাসিন্দা এবং কৃষ্ণ, বলরামের সাথে সম্পর্কিত করে আর্য দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লৌকিক দেবী থেকে দুর্গার পৌরাণিক দেবী হয়ে ওঠার এই যে ধর্মীয় বিবর্তন তার মূলে ছিল অনার্য ও আর্য সংস্কৃতির এক দীর্ঘকালীন সমন্বয়েরই ইতিহাস। দেবীর বাহন 'সিংহ' আর্য রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক, আর দেবীর শত্রু 'মহিষাসুর' অনার্য পশু-শক্তির প্রতীক। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে দেবীর বিজয়ের মাধ্যমে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সামাজিক ও ধর্মীয় ভারসাম্য তৈরি হয়। ইতিহাসবিদ ডি. ডি. কোসাম্বী বা নীহাররঞ্জন রায়ের মতো পণ্ডিতদের মতে, আর্যদের পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির সমান্তরালে অনার্য জনগোষ্ঠীর লৌকিক মাতৃকা উপাসনাই শাক্ত ধর্মের মূল ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। এই পর্যায়ে দেবীকে হিমালয়ের কন্যা এবং বৈদিক-পৌরাণিক দেবতা শিবের পত্নী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনার্য অতীতকে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় আভিজাত্য দান করা হয়েছিল।

খ্রিষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে এসে এই বিবর্তন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল। লৌকিক চণ্ডী বা দুর্গা এখানে সমস্ত দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে উৎপন্ন পরম ব্রহ্মময়ী মহিষাসুরমর্দিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।এটি আসলে বহু লৌকিক ও আঞ্চলিক দেবীর শক্তিকে একটি একক, পরম মহাশক্তিতে রূপান্তরের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিফলন। চণ্ডীতে দেবীকে কেবল যুদ্ধরূপিণী বলা হয়নি, তিনি একই সাথে মহাসরস্বতী (সত্ত্ব গুণ), মহালক্ষ্মী (রজঃ গুণ) এবং মহাকালী (তমঃ গুণ)। তিনি পরম ব্রহ্মের সেই শক্তি, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তিনটেই নিয়ন্ত্রণ করেন। ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্ত'-এর ভাবধারা এই পুরাণে এসে মূর্ত রূপ পায়। গ্রামীণ রক্ষাকর্তা থেকে তিনি হয়ে ওঠেন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল চালিকাশক্তি। দেবীসূক্তে দেবী নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন; 'আমিই রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের রূপে বিচরণ করি।' অর্থাৎ, জগতের সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তিই তাঁর রূপ।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেখা যায় দেবী একদিকে ব্যাধ কালকেতুর আরাধ্যা দেবী আবার অন্যদিকে তিনি ধনপতি সওদাগরের মঙ্গলদাত্রী। অর্থাৎ একই সাথে তিনি অন্ত্যজ শ্রেণীর ও আর্য জনজাতির সামনে নিজেকে দেবীরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

পরবর্তীকালে বাংলার ভক্তি আন্দোলনের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদের হাত ধরে এই মহাজাগতিক মহাশক্তি পুনরায় রূপান্তরিত হয়ে ঘরের মেয়ে 'উমা' বা স্নেহময়ী 'মা' রূপে হাজির হলেন। শাক্ত পদাবলীতে এর উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে দেবী ছিলেন রণচণ্ডী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী এবং অসুরবিনাশী, বাংলার ভক্তি আন্দোলন তাঁকে সম্পূর্ণ আপন করে নিল। মহাশক্তি মহামায়া সেই সময় থেকেই হয়ে উঠলেন ঘরের মেয়ে, আর ভক্তের কাছে তিনি হলেন পরম স্নেহময়ী 'মা'। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ শাক্ত কবিরা দেবীকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে এনে বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের সমান্তরালে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এই বিবর্তনের ফলে বাংলার দুর্গাপূজা কেবল একটি ধর্মীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, এটি হয়ে উঠল একটি পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব। এর পর থেকেই দুর্গার মৃন্ময়ী রূপের পুজো হয়ে উঠেছিল বাঙালির ঘরের মেয়ে উমার পুজো।

ব্রিটিশ আমলে কলকাতার বাবু কালচার বা বারোয়ারি পূজার অনেক আগে, এই পূজার মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলার সামন্ত রাজা ও জমিদাররা। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপূজার উৎস ও তার আত্মিক বিবর্তন ঘটেছিল বাংলার শান্ত-শ্যামল পল্লীগ্রামে, যেখানে পূজার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ বা জমিদার বাড়ির ঠাকুরদালান। এই ঠাকুরদালানগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বাংলার অনন্য মৃৎশিল্প, চালচিত্র এবং ঢাকের বাদ্যের ঐতিহ্য।

খড়ের কাঠামোয় পরম মমতায় মাটি লেপে গড়ে তোলা 'একচালার' সনাতনী প্রতিমার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বাঙালির চিরন্তন ভক্তি ও সংস্কৃতির আদিম রূপকথা।

ইতিহাসবিদদের মতে, বাংলায় আমরা আজ যে জাঁকজমকপূর্ণ শরৎকালীন দুর্গোৎসব দেখি, তার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল ১৬শ শতকের শেষভাগে, মোগল সম্রাট আকবরের আমলে। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা তথা বারোভুঁইয়াদের অন্যতম কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রথম বিশাল আকারে শরৎকালীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছিলেন আর কলকাতায় ১৬১০ সালে প্রথম যে প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত পারিবারিক পূজাটি সংগঠিত হয়েছিল সেই পুজো হয়েছিল বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (মজুমদার) এবং তাঁর স্ত্রী ভগবতী দেবীর হাত ধরে ।দুটি পুজোতেই দেখা গিয়েছিল

একচালার সনাতনী প্রতিমা

অনার্য সমাজের লৌকিক রূপ থেকে আর্য-পৌরাণিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ সিংহাসনে দেবী চণ্ডী বা দুর্গার এই যে উত্তরণ, সেটি স্বাভাবিকভাবেই এক দিনে হয়নি। এটি ছিল বহু শতাব্দী ধরে চলা একটি জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফল। এই সমন্বয়েই অনার্য সমাজের ভয় ও উর্বরতার দেবী চণ্ডী দীর্ঘ বিবর্তনের পথ ধরে আর্যদের দর্শনে 'শক্তি' বা 'প্রকৃতি' এবং পুরাণে 'দুর্গা' নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এটি আসলে কোনো সংস্কৃতির বিলুপ্তি নয়, বরং এটি বিজিত অনার্য সংস্কৃতির কাছে আর্য সংস্কৃতির আত্মসমর্পণ ও সমন্বয়বাদেরই ইতিহাস ।

কবিতা

সময়

রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায়

তুমি কি দেখেছ শিশুর দল-
নাগরদোলায় দুলতে,
মাটির ওপর বৃষ্টি ঝরার
শব্দ কি পেলে শুনতে?
প্রজাপতির ফুলে ফুলে ওড়া,
দেখেছ কখনও কাছ থেকে?
রাতের বুকে হারিয়ে যেতে
দেখেছ কি তুমি সূর্যকে?

একটু ধীরে চল, ক্ষিপ্র তোমার গতি,
সময় নিয়ে তাকাও — সবুজ গাঁয়ের প্রতি।
বাউলের গাওয়া গান, শেষটুকু যাও শুনে,
পার হচ্ছে বেঁচে থাকার দিনগুলো কর গুণে।

একেকটা দিন পেরিয়ে যাবে,
দেখি তো কেমন লাফ দাও,
শুধাও যদি, দিনের কুশল
উত্তর কি পাও?

দিনের শেষে, ঘুমের দেশেও
চিন্তা মাথায় হাজার,
শান্তি তোমায় দেয়না,
ছুটছ ভীড়ের বাজার!

কিন্তু সময় বড্ড কম,
ধীরে চল, ভোগ কর,
বেঁচে থাকার সুখটুকু
বুকের মাঝে ধর।
মেঠো বাউলের গান,
সবটা শুনে যাও,
চলার পথে একবার
থমকে তুমি দাঁড়াও!

যা করার তা করে ফেলি আজ,
আগামীর জন্য তোলা কাজ
আর যদি না হয়?
জীবন হচ্ছে ক্ষয়-
হাতের ওপর মৃদু চাপ
বন্ধুত্বের উত্তাপ
এই মুহুর্তেই চাই,
সময় নাই।

ছুটছ যখন তাড়াতাড়ি,
পৌঁছতে হবেই বাড়ি-
ঘরের সুখ কি পাবে?
দৌড়ে হাঁপিয়ে যাবে!

সারাদিন ধরে ছোটাছুটি করে,
দিন ফুরালো, যখন ঘরে-
ফিরবে, তখন মনে হবে-
দামী কোন উপহার-
ফেলে এসেছ অবহেলায়
খুলেও দেখনি মোড়ক তার!

প্রতিযোগিতার দৌড় নয়,
জীবনের নাম বেঁচে থাকা,
ধীরে ধীরে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে
পৃথিবীর সুখ চেখে দেখা।

নাগরদোলায় শিশু, সবুজ মাঠে
প্রজাপতি - ফুল,
মেঠো বাউলের একতারা হাতে
হেঁটে যাওয়া নদী-কূল,
অনুভবে যেন দেয় দোলা,
সাঙ্গ হবে দিনের পালা।
রাত্রি আসার আগে,
সময় যেন জাগে,
গানের শেষটা শুনে যাও,
সঙ্গে না হয় তুমিও গাও!

একটি অনুবাদ কবিতা